ولی اللہ
بننے کے پانچ نسخے

রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব রহ.

ওলী হওয়ার পঞ্চ বুনিয়াদ

তরজমা

মাওলানা আবদুল মতীন বিন হুসাইন

ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ

শায়খুল-আরব অল-আজম আরেফবিল্লাহ

হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)

তরজমা

মাওলানা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (রহ.)
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (ছাপড়া মসজিদ)

পরিচালক : খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া (গুলশানে আখতার)
৪৪/৬ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল ঃ ০১৯১৪-৭৩৫৬১৫

প্রকাশক ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবাহ্ হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
'খানকাহ-ই গুলশানে আখতার'
(ঢালকানগর বাইতুল হক মসজিদের সন্নিকটে)
৪৪/৬ ঢালকানগর
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

মুদ্রণকাল ঃ
রজব ১৪৩১ হিজরী
জুন ২০১০ ঈসায়ী
আষাঢ় ১৪১৭ বাংলা

সর্বস্বত্ব প্রকাশনী কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ ঃ হাকীমুল উম্মত কম্পিউটার

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা মাত্র।

OLI HOWAR PONCHOBUNIAD : MOWLANA SHAH HAKEEM
MUHAMMAD AKHTAR SB. TRANSLETED By :
MOWLANA ABDUL MATIN BIN HUSAIN.

Price : 50.00
USS : 01.11 Only

একটু কথা !

সুনাম-সুখ্যাতি ও প্রশংসা প্রাপ্তির অধিকার তো শুধু সকল গুণের আধার মহান আল্লাহ্‌র। হাজারো ভক্তি-ভালোবাসা ও শ্রদ্ধামাখা দরূদ ও সালাম প্রাণাধিক প্রিয় রাসূলের প্রতি। অবিশ্রান্ত শান্তিধারা বর্ষিত হোক তাঁর প্রতি, তাঁর সম্মানিত পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি।

বক্ষ্যমান এ পুস্তিকাটি আল্লাহ্‌কে পাওয়ার জন্য, অন্তর্চক্ষু দিয়ে হেদায়েতের নিশ্চিত জ্যোতির্ময় পথ দেখার জন্য, ঈমানের পূর্ণ আলোর মধ্যে জীবন ও মৃত্যু লাভের জন্য অতি আশ্চর্যকর এক আলোকবর্তিকা; আজব এক 'ঈমানী জিয়নকাঠি'। যেকোনো মোমেনের 'আল্লাহর ওলী' হওয়ার জন্য পবিত্র কোরআন ও হাদীছে যে 'পাঁচটি মূলনীতি' বর্ণিত হয়েছে, প্রাচীন সব বিজ্ঞ আলেম ও মহান ওলীদের মশালবাহী বুযুর্গ বিশ্বকুতুব মহান মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ) 'ওলীআল্লাহ্ বন্‌নে-কে পাঁচ নোস্‌খে' নামক ছোট্ট পুস্তিকায় তা সহজ, সুন্দর ও খুব প্রাণে লাগার মত করে তুলে ধরেছেন। বাংলায় তা 'ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ' নামে প্রকাশিত হচ্ছে।

আসুন আমরা সবাই মহান আল্লাহর 'বিশেষ সন্তুষ্টি' ও 'বিশেষ নৈকট্য' লাভের এই 'পঞ্চবুনিয়াদ'-এর নূরে আমাদের পূর্ণ জীবনটাকে আলোকিত করে তুলি। আল্লাহপাক আমাদের তওফীক দান করুন; খুব কবূল করুন। তরজমা ও প্রকাশনার কাজে যারা সহযোগিতা করেছেন দয়াময় তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ আবদুল মতীন বিন হুসাইন

আফাল্লাহু তাআলা আন্‌হু

৩ রজব ১৪৩১ হিঃ

১৬-০৬-২০১০

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা

শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্‌ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্‌নতসমূহকে সর্বোত্তম কবুলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার

খানকাহ এমদাদিয়া আশরাফিয়া

গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী

১১ই শা'বান আল্ মোআয্‌যম ১৪২৭ হিজরী

সূচিপত্র

মূল কথার পূর্বে কিছু জরুরী কথা/৭

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের হক/১৭

আল্লাহ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আলামত/২০

তাক্‌ওয়া ফরয হওয়ার একটি রহস্য/২১

খুশী ও আনন্দের যিম্মাদারী/২২

'লা-ইলাহা'র মধ্যে গাইরুল্লাহ থেকে 'বিচ্ছিন্নতা'র স্বাদ/২৩

রূহ্ বালেগ হওয়ার আলামত/২৪

কোনও বয়ান-বক্তৃতা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহব্বতের
হক সম্পর্কে যথার্থ বর্ণনা দান অসম্ভব/২৬

আল্লাহ্পাকের নৈকট্যের মধুরতা/২৮

ওলী হওয়ার দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে/২৯

আল্লাহর ওলীদের গোলামী ও আনুগত্যের বরকতসমূহ/৩০

অকাট্য দলীল দ্বারা علم لدنی 'এল্‌মে-লাদুন্নী'র প্রমাণ/৩২

ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ/৩৫

১নং– কোন আল্লাহ্ওয়ালার সোহ্বত (সান্নিধ্য ও সম্পর্ক)/৩৫

২নং– ذکر اللہ پر مداومت যিকিরের পাবন্দি/৩৬

৩নং– গুনাহ বর্জনে যুদ্ধরত থাকা/৩৭

৪নং– গুনাহের আসবাব-উপকরণ থেকে দূরে থাকা/৩৭

৫নং– সুন্নত তরীকার উপর অটল থাকা/৩৯

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم، مجلس اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ / اشرف المدارس
ایس ٹی ۱-ٹ، گلشن اقبال بلاک ۲، کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون ۴۶۱۹۵۸-۴۶۲۶۷۶-۴۹۸۱۹۵۸

عزیزم مولانا عبد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب
میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش
میں سب احباب ہی اہل محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے
امیر محبت ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔
یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے
جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ
وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیات قلبی کی بھی
ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے،
محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں
اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے
احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے۔ دعا
کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباع اسلاف میں
مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے
اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دینی کاوشوں کو
شرف حسن قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے
صدقۂ جاریہ بنائے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم [illegible]

ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ

মূল কথার পূর্বে কিছু জরুরী কথা

বিশ্বকুতুব আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ) প্রায়ই তাঁর ওয়ায ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহর হামদ্ , মহব্বত, মা'রেফাত ও রসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর না'ত ও গুণাবলী বিষয়ক কবিতা পড়িয়ে শোনেন। মাঝে-মধ্যে কখনো কোন ছন্দ-পদ্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোকপাতও করে থাকেন। অদ্য উপস্থাপক যখন এই ছন্দটি পাঠ করলো –

تیری مرضی پہ ہر آرزو ہو فدا

اور دل میں بھی اس کی نہ حسرت رہے

উচ্চারণঃ তেরী মর্যী-পে হার-আরযূ হো ফেদা

আওর দিল্-মেঁ ভী উছ্-কি না হাছ্রত রাহে।

আরযূ সব হোক উৎসর্গীত

তোমার মর্যী পরে

আরযূ ভঙ্গের আক্ষেপও না

থাকে মোর অন্তরে।

হযরত এই ছন্দটি প্রসঙ্গে বললেন, কাম্য পাপটি পূরণ না হওয়ার দরুন অন্তরে 'অপ্রাপ্তির যে বেদনা বা আক্ষেপ' জাগে, উর্দুতে তাকেই বলে 'হাছ্রত' । এটিও অন্যায়, অনভিপ্রেত। তাই পাপের আকাংখাগুলি কার্যকর করতে না পারার দরুন মনে মনে কোনরূপ আক্ষেপও না করা চাই। এজন্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত শুনুন। মনে করুন এক ব্যক্তি মেথরপট্টিতে থাকে। সর্বক্ষণ সে দুর্গন্ধ শুঁকতে থাকে। তার চতুর্পার্শ্বে শুধু

দুর্গন্ধই দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধে ভরা সেখানের বাতাস ও পরিবেশ। ইতিমধ্যে হঠাৎ একদিন সে সর্বাধিক দামী ও উন্নত মানের সুগন্ধময় আতর আগরকাঠ-নিসৃত ঊদ ও শামামার ফ্যাক্টরীতে গিয়ে পৌঁছলো কোন কাজ উপলক্ষে। অবশেষে সেখানে তার চাক্‌রিও ঠিক হয়ে গেল। কিছু দিন পর ঐ সুগন্ধি পরিবেশে থাকার ফলে তার রুচি, মনন ও অনুভূতি এতটা সুবাসপ্রিয় হয়ে গেল যে, অতীতের দুর্গন্ধপূর্ণ পরিবেশের কথা মনে পড়লে তার মধ্যে ঘৃণার উদ্রেক হয় এবং হতবাক হয়ে ভাবতে থাকে : হায়, আমি ইতিপূর্বে কোথায় পড়ে ছিলাম ....মেথরপট্টিতে .....পায়খানার অসংখ্য বালতির মধ্যে ..... বিশ্রী ময়লার ডিপোর মধ্যে ! কেন আরো আগেই আমি গুলশান-গুলিস্তানের মত কোন সুরুচিসম্মত পরিচ্ছন্নতম পরিবেশে বাড়ী করলাম না? ঠিক তদ্রূপ, যেই পাপিষ্ঠ লোকটি আল্লাহ্‌র ওলীদের সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয়ে যায়, তখন সেই নূরান্বিত সুবাসিত পরিবেশের বরকতে তার মধ্যে এক অনুতাপ-অনুশোচনা জেগে ওঠে যে, হায়! এত কাল আমি নানাবিধ পাপাচারের বিশ্রী ও ঘৃণিত কর্মকাণ্ডে কোথায় ডুবেছিলাম, কোথায় কি সব গলিজ ও পচা-গলার মধ্যে পচে-পচে শেষ হচ্ছিলাম।

বস্তুত: তার এই সুন্দর অনুভূতিই প্রমাণ করে যে, তার অন্তরের নাসিকা আল্লাহ্ তা'আলার মহব্বতের খোশ্‌বূ পেয়ে গেছে। আল্লাহ্‌প্রেমিক ও আল্লাহ্‌র বন্ধুদের যওক ও রুচি-মনন তার নসীব হয়ে গেছে। অতএব, না কোন গুনাহের প্রতি তার 'লালিত আকাংখা' আছে, না কোন পাপের সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার ফলে কোনরূপ আক্ষেপ বা বেদনাবোধ আছে। আলহামদুলিল্লাহ্, গুনাহ্ ত্যাগের পর 'মনস্তাপ ও আক্ষেপ' থেকেও যে মুক্ত হওয়া সম্ভব, এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে। অথচ, কোন কোন লোকের মধ্যে এরূপ ধারণাই জাগে যে, কষ্ট করে গুনাহ্ ত্যাগ করে দিতে পারলেও 'বেদনাবোধ ও আক্ষেপ' দূর হওয়া খুবই কঠিন মনে হয়।

আমার বন্ধু! আল্লাহ্‌পাক যখন তাক্‌ওয়া ও আনুগত্যের জন্য কবূল করে নেন তখন মেযাজ বদলে যায়, যওক ও রুচি-অনুভূতি পরিবর্তন হয়ে যায়। আমার মোর্শেদ শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রঃ) বলতেন, ভাই, যখন ঠাণ্ডা অনুভব হয়, শীতে কাঁপতে থাক, তখন এক পেয়ালি গরম চা পান

করে নিলে কষ্টকর সেই শীতার্ত অবস্থা দূর হয় কিনা? যদি এক কাপ গরম চায়ের দ্বারা দেহের-মেযাজে পরিবর্তন আসতে পারে, তাহলে আল্লাহ্‌র ওলীদের 'সান্নিধ্যে-সংসর্গে' থাকার দ্বারা জীবন ও আত্মার মেযাজ-চরিত্রে কেন পরিবর্তন আসবে না? আল্লাহ্‌র ওলীদের সঙ্গে থাকা সত্ত্বেও যদি কারো মেযাজ ও চরিত্রে পরিবর্তন না আসে, তাহলে অবশ্যই সে চোর। যদিও বাহ্যত: সে মেথরপট্টি থেকে বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু কখনো কখনো গোপনে-গোপনে মেথরপট্টি থেকে 'পায়খানার ডিব্বা' এনে সাবেক অভ্যাস মত এখনও ঘ্রাণ নিতে থাকে। অর্থাৎ নিশ্চয় সে কোন গোপন গুনাহে লিপ্ত আছে। হয় তার চক্ষু নাপাক; সুশ্রী ছেলে ও মেয়েদের প্রতি দৃষ্টি বা উঁকি-ঝুঁকির কুঅভ্যাসে সে আক্রান্ত। অথবা তার অন্তর নাপাক; অন্তরের মধ্যে ঘৃণ্য কল্পনা-জল্পনা করতে থাকে; নির্জনে চাদর মুড়ি দিয়ে তস্‌বীহ-হাতে বিভিন্ন প্রকার পুরনো পাপাচারের স্মৃতিসমূহ অন্তরে জাগ্রত করে মনে মনে হারাম স্বাদ আস্বাদন করতে থাকে এবং কলেজের ফার্ষ্ট-ইয়ারের ইয়ার (year) স্মরণ করতে থাকে।

আল্লাহ্‌পাক তাই দু'টি বিষয়কেই হারাম করেছেন; তথা কুদৃষ্টি ও কুকল্পনা। খোদ পবিত্র কোরআনে ঘোষণা হচ্ছে:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

"আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের চোখের চৌর্যবৃত্তি এবং অন্তর যা কিছু গোপন করে (যত হারাম জল্পনা-কল্পনা ও হারাম স্বাদ আস্বাদন করা হয়) সবকিছুই জানেন।"

যখন তোমরা অতীতে কৃত পাপসমূহের কথা স্মরণ করে হারাম মজা নিতে থাক তখন কি আর আমার কথা স্মরণ থাকে?

হে হারাম স্বাদ গ্রহণকারীরা! সর্তক হয়ে যাও। সাবধান হয়ে যাও। তোমরা যারা 'ছাহেবে নেছ্‌বত' তথা আল্লাহ্‌র সাথে 'বিশেষ সম্পর্কশীল' হওয়ার দাবীদার, এটি কিরূপ বিশেষ সম্পর্ক যে, পাপাত্মক চিন্তা কালে এবং পাপের মওকায় আল্লাহ্‌র কথা স্মরণই হয় না? সত্য তো এই যে, পাপের ঘৃণিত ড্রেন-লাইনে যাওয়ার চিন্তা করলেও দিল্ গান্দা ও নোংরা হয়ে যায়।

তাই বলি, হে বন্ধু! তুমি 'আল্লাহ্‌র' হয়ে তো দেখ। আল্লাহ্‌র কসম! তুমি 'আল্লাহ্‌র' হয়ে গেলে উভয় জগতের চেয়ে বেশী মজা যদি না পাও তখন বলো, লোকটা কি অসত্য ভাষী; কি অবাস্তব কথা বলে! আর যদি তোমরা আল্লাহ্‌র ওলী হতে না-ই চাও, তাহলে তোমরা আমার সান্নিধ্য বর্জন করে চলে যাও। থেকোনা তাহলে আমার সঙ্গে।

আল্লাহ্‌পাক দোজাহানের ঈর্ষার পাত্র; দোজাহানের সবকিছু অপেক্ষা দামী। দু'জগতের সমস্ত লজ্জতের চেয়ে অনেক বেশী ও সীমাহীন লজ্জত আল্লাহ্‌পাকের নামের মধ্যে। আল্লাহ্‌র নামের মধ্যেই মওজুদ হাজারো রসগোল্লা, রসমালাই। কারণ, তিনি দোজাহানের স্রষ্টা; দোজাহানের সমস্ত স্বাদ-লজ্জতেরও স্রষ্টা। যিনি নিজেই দোজাহানের সমস্ত স্বাদ-মজার স্রষ্টা, স্বয়ং তাঁর নাম তাহলে কিরূপ মজাদার হবে! যার নাম মুখে নিলেই শান্তি লাগে, স্বয়ং তিনি তাহলে কেমন ! আল্লাহ্‌র যিকির অন্তরের শান্তির ব্যবস্থাপক। খোদ পবিত্র কোরআন বলছে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"হে লোকসকল! খুব শুনে রাখো, একমাত্র আল্লাহ্‌র যিকিরেই অন্তরে শান্তি অর্জিত হয়।"

তাই আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করে কোথায় তোমরা হারাম স্বাদ ও হারাম আনন্দ-ফুর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছ? কতদিন আর নাপাক থাকবে? কত কাল আর নোংরা-গান্দা ষ্টেশনসমূহের প্রতি আসক্ত থাকবে? কিছু হায়া-শরম তো কর। বিপদের ঘন্টি বেজে উঠেছে! চুল-দাড়ি সাদা হয়ে গেছে। এটি নিশ্চিত প্রমাণ যে, এখনই তোমাকে অবশ্যই ডিপার্চারের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) বলেন, ক্ষেতে যখন ফসল পেকে যায়, সাদাটে হয়ে যায়, তখন বুঝতে হবে এই ফসল এখন আর এই ক্ষেতে থাকতে দেওয়া হবেনা। অবশ্যই স্থানান্তর করা হবে। মালিক ইহাকে শস্য খৈলানে নিয়েই যাবে। এভাবেই আল্লাহ্‌পাক সবক দেন যে, হে বান্দা! তোমার চুল যখন সাদা হয়ে গেছে, এখনও কি তোমার সময়, অতীত কীর্তি-কলাপ অন্তরে স্মরণ করার? তোমার দিলও তো আমার

আনুগত্য ও বন্দেগীর হাতে বান্ধা। তুমি নিজেই যখন আমার বান্দা, তাহলে তোমার দিল কি আমার বান্দা নয়? তাই, তোমার মতই তোমার অন্তরও তো বাধ্য আমার বন্দেগী পালনে। তুমি তো আপাদমস্তকই আমার বান্দা। তাহলে তোমার সর্ব অঙ্গ দ্বারাই কেন তুমি আমার আনুগত্য ও বন্দেগীর দায়িত্ব পালন কর না? বন্দেগীর নিয়ম-নীতি সমূহ কেন রক্ষা কর না? কেন তুমি তোমার অন্তরকে আমার বন্দেগী দ্বারা নেশাগ্রস্ত করে রাখ না? শোন, তুমি আমার হয়ে যাও। তাহলে দেখবে, উভয় জগতের মজা ও আনন্দের চেয়ে 'অনেক বেশী' স্বাদ-আনন্দ তুমি পেয়ে যাবে। আল্লাহ্ তো আল্লাহ্ । তিনি অনেক বড়, অনেক পেয়ারা মালিক। সমস্ত লায়লাদেরকে সকল সৌন্দর্য ও লাবণ্য তিনিই তো দান করেন। তাই দোজাহানের চেয়ে বেশী আরাম, আনন্দ ও ফুর্তি যদি চাও তাহলে অন্তরে মহান আল্লাহ্ তাআলাকে অর্জন করে নাও।

وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے
مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

দু'জগতের বাদশা যাহার
বুকে নেন আসন
দু'জগতের চেয়ে অধিক
তৃপ্তি তাহার ধন।

বন্ধুগণ! উপরোক্ত ছন্দটি এই বান্দা আখতারের-যে এখন আপনাদের সাথে কথা বলছে। আমার আরো কয়েকটি ছন্দ শুনুন।

ارے یارو جو خالق ہو شکر کا
جمال شمس کا نور قمر کا
نہ لذت پوچھ پھر ذکر خدا کی
حلاوت نام پاک کبریا کی

যিনি ওরে চিনির স্রষ্টা
চাঁদ-সুরুজের জ্যোতির স্রষ্টা,
ঐ মহানের যিকির ও নাম
কতো মধুর, কী যে মিষ্ট !

যদি না আল্লাহ্‌কে হাসিল কর, তাহলে মৃত্যুর পর অনেক পছ্‌তাবে; আক্ষেপ আর আক্ষেপ করবে। আল্লাহ্‌র কসম, হে আমার বন্ধুগণ! বিশেষত: দিন-রাত যারা এই ফকীরের সঙ্গে থাক (সম্পর্ক রাখ), জল্‌দি ওঠ, লাফিয়ে ছুট। বীর তেজা হিম্মত তো এস্তেমাল কর। কবি কী চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন–

بلبل نے کہا عشق میں غم کھانا چاہیے
پروانہ بولا عشق میں جل جانا چاہیے
فرہاد بولا کوہ سے ٹکرانا چاہیے
مجنوں نے کہا ہمت مردانہ چاہیے

উচ্চারণ : বুলবুল-নে কাহা, এশ্‌ক-মেঁ গম্ খানা চাহিয়ে
'পরওয়ানা' বোলা, এশ্‌ক-মেঁ জল্-জানা চাহিয়ে।
ফরহাদ বোলা, কোহ্-ছে টক্‌রানা চাহিয়ে
মজনূঁ-নে কাহা,হিম্মতে মরদানা চাহিয়ে।

কহিল বুলবুল : প্রেমের পথে
বেদনা সওয়া চাই
পতঙ্গ কহিল: প্রেম-আগুনে
জ্বলিয়া যাওয়া চাই।
বলিল ফরহাদ: পাহাড়ের সহিত
টক্কর খাওয়া চাই
মজনূঁ বলিল; 'পৌরুষদীপ্ত
'হিম্মত' এপথে চাই।

তাই আল্লাহ্‌র পথে 'হিম্মতে মর্‌দানা' (বীরত্বপূর্ণ শক্তি-সাহস) এস্তেমাল কর। সিংহপুরুষের সাহস ও উদ্যম নিয়ে অগ্রসর হও। ভীতু-দুর্বলা নারীবৎ অভ্যাস সমূহ বর্জন কর। সত্যিই যদি 'এরাদা' (দৃঢ় ইচ্ছা ও সংকল্প) কর, তবে তোমার 'মুরাদ' (বা কাংখিত লক্ষ্য) অবশ্যই তোমার অর্জিত হবে ইনশাআল্লাহু তা'আলা। তাই বলি, এরাদা তো কর। যতটা শক্ত মযবুত এরাদা (বা দৃঢ় সংকল্প) করতে সক্ষম, তাতে কোনরূপ ত্রুটি করো না। তাহলে নিশ্চয় তুমি ওলীআল্লাহ্ হবে।

আমি না'ত-হামদের ফাঁকে ফাঁকে কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করি–এই আশায় যে, হতে পারে আমার কিছু কথা, আমার বুকের ব্যথা প্রিয় সাথী-বন্ধু বা ছাত্রদের অন্তরকে হয়তঃ ব্যথিত ও প্রভাবিত করবে। যদিও আমি বলতে বলতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ি, তবুও বন্ধুদের কল্যাণে বলেই চলি। এমর্মে আমারই একটি ছন্দ আছে –

میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر
مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا

ক্লান্ত হই গো আপন প্রেমের
গাথা গেয়ে গেয়ে
'নীরব' আমায় দেয়না থাকতে
অগ্নিবীণার ঢেউয়ে।

আমি আমার প্রাণপ্রিয়দের জীবনের বিনাশ কিরূপে সহ্য করবো? জীবন ধ্বংসকারীদের করুণ-ইতিহাস আমি পড়েছি। তারা নিজেরাই স্বীকার করেছে যে, 'এশ্‌কে মাজাযে' তথা 'খোদাবিমুখ অন্যায়-প্রেমে' তারা কিছুই পায়নি। শুধুই খুইয়েছে। শুধুই হারিয়েছে। শুধুই নিঃশেষ হয়েছে। সর্বস্বান্ত হয়েছে। সাধের চাঁদও হারিয়ে গেল, আল্লাহ্ থেকেও বঞ্চিত হলো। এই হতভাগাদের অবস্থা গাধার ন্যায় বিবেকশূন্য সেই লোকটির মত যে

দরিয়ার ভিতর চাঁদ খুঁজে বেড়াচ্ছিল। চাঁদ ত মূলতঃ আসমানে ছিল। সে ভাবলো, দরিয়ার মধ্যেই চাঁদ দেখা যাচ্ছে। এই সুযোগ কি হাতছাড়া করা যায়। অমনি দরিয়ার মধ্যে ঝাঁপ দিলো। তার পায়ের আঘাতে বালি আর বালি পানির সঙ্গে একাকার হয়ে দরিয়ার সমস্ত পানি ঘোলা হয়ে গেল। এভাবে চাঁদের প্রতিচ্ছবিও গায়েব হয়ে গেলো। যার দুঃখজনক পরিণাম এই হলো যে, না আসল চাঁদ পেলো, না নকল চাঁদই পেলো।

বস্তুতঃ আল্লাহ্‌কে বাদ দিয়ে কিশোর-কিশোরী-রূপবতী নামক চন্দ্র-ছায়ার পিছনে যারা ছুটছে, পরম সুন্দর 'প্রকৃত চাঁদ ও 'জ্যোৎস্না' উভয় হতেই বঞ্চিত হয়ে ওরা মৃত্যুর নিষ্ঠুর থাবার কবলে পড়বে। এই কপালপোড়ারা আল্লাহ্ থেকেও মাহ্‌রূম, লায়লা থেকেও মাহ্‌রূম। কারণ, কিছুদিন পর সুদর্শন চেহারার সৌন্দর্য যখন কিছুই বাকি থাকবেনা তখন পাগল-উদাসীন হয়ে শোক-যাতনায় কাপড়-চোপড় বিদীর্ণ করে শুধু অশ্রুজলে বুক ভাসাবে। তাই একান্ত দরদভরা মনে আবেদন করি, এসব কবুতর ও কবুতরীদের বর্জন করে কবুতর-কবুতরীদের স্রষ্টার সাথে প্রেমের বন্ধন গড়। সেই মহান ও পরমপ্রিয়কে অর্জন কর; তাকে আপন কর।

বন্ধুগণ, খুব লক্ষ্য করে শোন, আমি তোমাদের সেই জগতের কথা শুনাচ্ছি যেখানে চাঁদ নাই, সূর্য নাই, রাত নাই, দিন নাই। দিন-রাত তো সৃষ্টি হয় সূর্যের আবর্তনের ফলে। সৌন্দর্যের বিনাশও সূর্যের আবর্তনেরই প্রতিক্রিয়া। এর ফলেই সপ্তাহ, মাস ও বর্ষ তৈরী হয়। এরই ফলে প্রেমাস্পদ আশি বৎসরে গিয়ে পৌঁছায়। কিন্তু আমি পেশ করছি ঐ জগতের কথা যেখানে চন্দ্র নাই, সূর্য নাই। আমি 'আল্লাহ্‌র মহব্বতের নেশা' পেশ করছি। তাই আমার এই নেশাভরা বক্তব্যে সৌন্দর্য বিনাশের দূরতম কোন লেশ-গন্ধও কেউ খুঁজে পাবেনা—ইনশাআল্লাহ্। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লীভরা নৈকট্যের জগতে কোন লয় নাই, ক্ষয় নাই, পতন নাই, কোন বিয়োগ নাই, বিয়োগ-বেদনা নাই। সেখানে তো শুধু সৌন্দর্যই সৌন্দর্য; অম্লান ও অক্ষয় সৌন্দর্য। বন্ধুগণ! তাই বলি, প্রিয়র

প্রতি উৎসর্গ করতে চাইলেও সেদিন কোথায় পাবে জিন্দেগী? মৃত্যু যখন সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেল, এখন তুমি কোথায় পাবে তোমার হারানো সেই জীবন? তাই চলো, আজই এজীবনকে আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করে দিই। দুনিয়ার কোন ওলী-আওলিয়ার কোন সাচ্চা আনুগত্যশীল ও অনুসারী এমন হয়নি যে আল্লাহ্‌কে পায়নি। আল্লাহ্‌পাক তো দুই হাত প্রসারিত করে ডাকছেন যে, আসো আমার কোলে। তাই, নিজের 'অন্তরের ফুলটি' আল্লাহ্‌র জন্য উৎসর্গ করে দাও। বিনিময়ে আল্লাহ্‌পাক তোমাকে 'সুবিশাল ফুল বাগান' দান করবেন। স্রেফ এক ফুলের বদলে 'অসংখ্য ফুল বাগান' তিনি দান করে দেন।

মনের হারাম আরজু খুন করে দেখ, শত আরজুর গুলিস্তান তিনি পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করেন। খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে শোন তোমরা আমার এসব কথা। শায়খের মৃত্যুর পর শুধু আক্ষেপ আর আক্ষেপ করে কোন লাভ হবে না। শায়্খের জীবৎকালেই শায়্খের কদর কর। তাঁর কথা মেনে আল্লাহ্‌কে হাসিল কর। শায়েখ যে মহান 'শাহী বাজপাখী' তথা 'তাআল্লুক মাআল্লাহ্‌র অধিকারী; আল্লাহ্‌পাকের সাথে 'গভীর সম্পর্কশালী', শায়খের প্রতি সেই সুধারণা পোষণ করতঃ তাঁর নিকট শাহ্‌বাজী শিখ। (অত:পর হযরত চলমান গযলের আরেকটি ছন্দের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা দিলেন:)

ساری دنیا ہی سے مجھ کو نفرت رہے

بس ترے نام کی دل میں لذت رہے

অর্থ ঃ সমগ্র দুনিয়ার প্রতি আমার অন্তরে যেন ঘৃণা ও অনীহা বিদ্যমান থাকে। হে মাওলা! একমাত্র তোমার নামের মধুপানে আমি বিভোর থাকি।

এখানে 'সমগ্র দুনিয়া' বলতে মা-বাপ, বিবি-বাচ্চা, আল্লাহ্‌ওয়ালাগণ ও হালাল দুনিয়া উদ্দেশ্য নয়। মূলতঃ 'দুনিয়া' ঐ জিনিসকে বলে যা আল্লাহ্ থেকে গাফেল করে দেয়, আল্লাহ্ ও তাঁর আনুগত্য থেকে দূরে সরিয়ে

দেয়। দুনিয়ার 'যা কিছু' আল্লাহ্র জন্য উৎসর্গীত ও আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে নিবেদিত হয়, তা তো দুনিয়া নয় বরং তা হচ্ছে আখেরাত। অতএব, বিবি-বাচ্চার মহব্বত, মা-বাপের মহব্বত, মোর্শেদের মহব্বত, সৎ ও আল্লাহ্ওয়ালা লোকদের মহব্বত দুনিয়ার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এসবই হচ্ছে প্রিয় মাওলার সঙ্গে আমাদের মহব্বতের বন্ধন লাভের বাহন। মিলন ও ভালবাসার বন্ধনের যা কিছু মাধ্যম বা বাহন, সেগুলোকে 'বিচ্ছেদের উপকরণ' বলা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত? বস্তুত: 'দুনিয়া' ঐ বস্তু বা বিষয়কে বলে যা আমাদেরকে আল্লাহ্র নাফরমানীতে লিপ্ত করে দেয়। এতদ্ভিন্ন আর কিছুই 'দুনিয়া' নয়। দ্বীনী সম্পর্কযুক্ত এই আল্লাহ্ওয়ালা বন্ধু-বান্ধবগণ তো আমাদের আখেরাতের বাগ-বাগান। তাদের সাথে থেকে আমরা আখেরাতের ফুল ও আখেরাতের খোশবু প্রাপ্ত হই। তাদের সঙ্গে থাকা মজাদার, তাদের সাথে খানাপিনা উঠাবসাও মজাদার। (অত:পর হযরত তাঁর মূল বয়ান শুরু করেন।)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى

তরজমা : সমস্ত প্রশংসা ও সকল সৌন্দর্য একমাত্র আল্লাহপাকের জন্য। এবং এটিই চূড়ান্ত কথা। আর শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহপাকের ঐ সকল বান্দাগণের উপর যাদেরকে তিনি বিশেষভাবে মনোনীত করেছেন।

অনেক সময় আল্লাহ তা'আলা আমার অন্তরে (নছীহতপূর্ণ) কোন মযমূন (কথা) ঢালেন, সেটা বলার জন্য অন্তরে ওযন ও তাকাযা অনুভব হয়। আমি ভাবি, যেহেতু আজ অমুক মুরীদ বা অমুক দোস্ত উপস্থিত নেই, তাই অন্য কোন মজলিসে তা বয়ান করব। ফলে সেটিকে আমি পরবর্তী কোন মজলিসে বয়ান করার জন্য সংরক্ষণ করে রাখার চেষ্টা করি। কিন্তু পুনরায় তার ওযন ও ভার আমাকে অবিলম্বে বয়ান করতে বাধ্য করে। তখন আমি আর কারো অপেক্ষা করতে পারি না। অতি ঘনিষ্ঠ, অতি প্রিয়জনদেরও তখন অপেক্ষা করতে পারি না। কারণ যিনি সবচেয়ে বেশি প্রিয় তিনিই যখন বলার জন্য অন্তরে ওযন ও তাগিদ পয়দা করেন, তার সম্মুখে সকল প্রিয়জনরা তখন পরাজিত হয়ে যায়। তাই ঐ মুহূর্তে বয়ান না করা আমার জন্য অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এখনও যে মযমূনটি আমি বয়ান করতে চাচ্ছি, তা ঐ ধরনেরই একটি এলহামী মযমূন যা অন্য কোন মজলিসে বয়ান করার জন্য আমি রেখে দিয়েছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে যিনি প্রিয় তিনিই আমাকে বয়ান করার জন্য বাধ্য করছেন। তাই আমি এখনই সেটি বয়ান করছি।

আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ত্বের হক্

বন্ধুগণ, আল্লাহ্র হক সবচেয়ে বড়। তার চেয়ে বড় আর কেউ নাই। হায়, যদি এই বিশ্বাস ও চেতনা আমাদের অন্তরে পরিপূর্ণভাবে জাগ্রত হয়ে যায় যে, যমিনের যেই সুন্দর-সুন্দরীকে আমি দেখতেছি, যার প্রতি কু-দৃষ্টি করতেছি এর ফলে আসমানের মালিক মহান আল্লাহ্ এই মুহূর্তে আমার প্রতি কতটা অসন্তুষ্ট ও ক্রোধান্বিত হচ্ছেন? এর ফলে আমার কি

পরিণতি হবে? আল্লাহর কহর ও গযব কি কেউ সহ্য করতে পারে? তাই বন্ধুগণ, ভালভাবে বুঝে নিন, আসমানের মহান স্রষ্টার উপর যার নজর থাকে না, সেই যালেমই তুচ্ছ মাটির ঢেলা হয়ে পাপে লিপ্ত হয়। আর যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন পাপে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্র কহর ও গযবেই লিপ্ত থাকে। চাই তা ভিসিআর হোক, কিংবা ডিসএন্টেনা। উলঙ্গপনার সিনেমা হোক, কিংবা অন্য কোন পাপের অনুষ্ঠান।

যেমন বিবাহ-শাদীর এমন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ যেখানে পাপের কাজ হচ্ছে, গান-বাদ্য চলছে, নারী-পুরুষ একত্রে ঘোরাফেরা করছে; যেখানে শরয়ী পর্দার কোন ব্যবস্থা নাই। এবং দুনিয়াতে যত ধরনের নাফরমানীর কাজ আছে। মোটকথা যে কোন পাপ ও গুনাহের কাজ হোক না কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ কোন পাপে লিপ্ত থাকে ততক্ষণ সে আল্লাহর কহর ও গযব খরিদ করতে থাকে। কারুরই হুকুম বা মন রক্ষার্থে ঐ সকল গুনাহ করা জায়েয নাই। না বাদশাহর হুকুমে, না স্বীয় পিতা-মাতার হুকুমে, না ভ্রান্ত ও ভণ্ড পীর-মুরশিদের হুকুমে কোনও গুনাহ করার অনুমতি আছে।

আমার শায়েখ শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী (র:) একটি ঘটনা শুনিয়েছিলেন যে, জনৈক বাদশাহ এক বুযুর্গকে ডেকে বলল, আমি শুনেছি আপনি নাকি ছবি থেকে সাবধানতা অবলম্বন করেন। প্রাণীর ছবি রাখা ও ছবি তোলাকে নাজায়েয ও হারাম মনে করেন। আচ্ছা এখনই আপনাকে ছবি তুলতে হবে।

বন্ধুগণ, সত্যিকারে যারা আল্লাহর দেওয়ানা হয়, যখন তারা তাকওয়ার রাস্তায় চলে, তাকওয়ার সাথে থাকার হিম্মত করে, তজ্জন্য ইস্পাতকঠিন ইচ্ছা ও দৃঢ় সংকল্প করে তথা সকল গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য শক্ত-পোক্ত প্রতিজ্ঞা করে, তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় মদদ ও সাহায্যকে তাদের সঙ্গী বানিয়ে দেন। ঐ বুযুর্গ যখন ছবি তুলতে অস্বীকৃতি জানালেন, বাদশাহ তাকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। বুযুর্গ তৎক্ষণাৎ পড়লেন يـا بـاطن 'ইয়া বা-তেনু'(এটি আল্লাহ তা'আলার একটি গুণবাচক নাম) যার অর্থ, 'হে গোপন সত্তা'। তো ইয়া বাতেনু পড়তেই মুহূর্তের মধ্যে সকলের দৃষ্টি থেকে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। জল্লাদ তখন বাদশাহকে

বলল, জাহাঁপনা, আপনি যাকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন সে ত লুকিয়ে গেছে। জানি না কোথায় চলে গেছে। বাদশাহ লেখাপড়া করেছিল; শিক্ষিত ছিল। বলল, আরে, সে ত 'ইয়া বাতেনু' পড়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলেছে। এই নামের বরকতে আল্লাহ তা'আলা তাকে অন্যদের দৃষ্টি থেকে গোপন করে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি يَاظَاهِرُ 'ইয়া যাহেরু' পড়ে আবার প্রকাশ হয়ে গেলেন। এটিও আল্লাহর আরেকটি গুণবাচক নাম, যার অর্থ–'হে প্রকাশ্য'। তিনি সেখানেই বিদ্যমান থেকে থাকেন বা না-ই থাকেন, যখনই يَاظَاهِرُ পড়েছেন, পুনরায় সম্মুখে এসে গেছেন। বাদশাহ তখন জল্লাদকে পুনরায় নির্দেশ দিল, তরবারী বের কর এবং তাকে হত্যা কর।

বুযুর্গ বাদশার মোকাবেলা করতেছেন, আর যিনি বাদশার বাদশাহ তার ইশারা মান্য করতেছেন। সুতরাং তিনি দ্রুত يَابَاطِنُ পড়ে আবার লুকিয়ে গেলেন। এভাবে তিনবার يَابَاطِنُ বলে লুকিয়ে গেলেন, এবং ياظاهر বলে সবার সম্মুখে এসে গেলেন।

পরিশেষে এই অবস্থা দেখে বাদশাহ স্বীয় কুরছী থেকে নেমে আসলেন এবং ঐ বুযুর্গের পায়ে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। আর বললেন, আমার জানা ছিল না যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর আশেক-দেওয়ানদেরকে গুনাহ ও পাপাচার হতে এভাবে হেফাযত করেন। তাই বলি, হে বন্ধুগণ, একটু আমল তো করে দেখুন। স্বীয় হিম্মতকে ব্যবহার তো করে দেখুন। আল্লাহ তাআ'লা গায়েব থেকে মেযাজ-স্বভাব-রুচি সবই পরিবর্তন করে দিবেন। আলমে-গায়েবের মধ্যে আলমে-শাহাদাতের (প্রত্যক্ষ জগতের) মেযাজ ও রুচি পরিবর্তন করে দেয়ার ক্ষমতা বিদ্যমান আছে। আলমে-গায়েব দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহ তাআ'লার মেহেরবানীর স্রোতধারা; তার রহমত ও অনুগ্রহের বৃষ্টি। আল্লাহর রহমতের বৃষ্টি কোন ঋতুর সাথে সম্পৃক্ত ও শর্তাধীন নয়। বরং তা দয়ময়ের ইচ্ছা ও এখতিয়ারাধীন। তিনি যখন যার উপর চান, অনুগ্রহ করেন। যেমন এ মর্মে তায়েব ছাহেবের একটি ছন্দ আছে–

طعنہ نہیں ماضی کا دیا جائے کہ ہم لوگ

تب اور طرح کے تھے، ہیں اب اور طرح کے

বন্ধুরা! তোমরা আমাদের অতীতের কার্যকলাপ ও অবস্থাদি স্মরণ করে আমাদেরকে ভর্ৎসনা করোনা, তিরস্কার করো না। কেননা তখন আমরা এক রকম ছিলাম, আর (আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বরকতে) এখন হয়ে গেছি অন্য রকম। (অর্থাৎ আমাদের স্বভাব ও রুচি এখন পাল্টে গেছে।)

আল্লাহ্ তা'আলার দয়া ও অনুগ্রহ প্রাপ্তির আলামত

সকল গুনাহ্ বা পাপকাজ থেকে বিরত থাকার তৌফিক প্রাপ্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ। দয়া ও অনুগ্রহের আলামত এটাই। যখন গুনাহ ও অন্যায় কাজ থেকে বেঁচে থাকার তৌফীক ও হিম্মত হয় তখনই বোঝা যায় যে, এখন সে আল্লাহর প্রিয় ও মকবুল হয়ে গেছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মকবুল ও প্রিয় বান্দাদেরকে পাপাচারের নাপাকী ও দুর্গন্ধের মধ্যে পড়ে থাকতে দেন না। পিতা স্বীয় সন্তানদেরকে ড্রেনের ময়লা ও দুর্গন্ধের মধ্যে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা তো সর্বদা আমাদেরকে দেখতেছেন। আর নিজের প্রিয় ও মকবুল বান্দাদেরকে তিনি সবিশেষ দৃষ্টিতে দেখেন। অতএব, কিভাবে তিনি নিজ প্রিয়দেরকে গুনাহের দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা-আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকতে দিবেন; কিভাবে তাদেরকে পাপে লিপ্ত হতে দিবেন!

বন্ধুগণ, আল্লাহ্ তা'আলা তো সর্বদা আমাদেরকে দেখতেছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলার সাথে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে দুঃখজনক দুর্বলতা রয়েছে । আমাদের তাকওয়ার মধ্যে দুর্বলতা, আমাদের আনুগত্য ও প্রভুভক্তিতে দুর্বলতা। আমরা অকৃতজ্ঞতার আযাবে পতিত। আমরা হিম্মত ও ক্ষমতাচোর। অভিশপ্ত জীবন নিয়ে থাকতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। গুনাহ্ ও পাপাচার আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে। এখন যদি হিম্মত না করি (হিম্মত করে পাপাচার সমূহ বর্জন না করি) তাহলে আমাদের সারাটা জীবন এই অভিশপ্ততার মধ্যেই অতিবাহিত হয়ে যাবে।

যারা গুনাহ ত্যাগ করার জন্য নিজের জানের বাজি ধরেনি, (প্রাণ পণ করে গুনাহের বিরুদ্ধে লড়তে শুরু করেনি,) শায়েখকে মহান বাদশাহ 'আল্লাহর শাহ্বায' মনে করে তার নিকট হতে শাহবাযী শিখেনি এবং গুনাহের বিরুদ্ধে দুর্দমনীয় হিম্মত করেনি, পাপের নোংরা ও দুর্গন্ধপূর্ণ ময়লা-আবর্জনার মধ্যেই তাদের মৃত্যু আসবে। তাই এখনই নিজের জীবন সম্পর্কে ফয়সালা করে নাও যে, তুমি কি চাও? পাপাচারের মধ্যে ডুবন্ত অবস্থায়ই মৃত্যু চাও? নাকি আল্লাহ্ তা'আলার ওলী হওয়ার হালতে মরতে চাও? বস্, আজই দৃঢ় সংকল্প কর, হিম্মত কর যে, একশ' ভাগ আল্লাহর হয়েই মৃত্যু বরণ করবো।

তাক্ওয়া ফরয হওয়ার একটি রহস্য

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নাফরমানীর কাজ থেকে বিরত থাকার বিশাল ক্ষমতা দান করেছেন। যদি আমাদের ইচ্ছাশক্তির মধ্যে নাফরমানীর কাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষমতা না থাকত তাহলে তাক্ওয়াকে তিনি আমাদের উপর ফরযই করতেন না। মানুষ যখন বালেগ হয় তখন থেকে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত নিজের নষ্টামি-ভ্রষ্টামি বশত: পরিকল্পিত-অপরিকল্পিত ভাবে গুনাহ্ ও অন্যায় করতে করতে তার অবস্থা যতই ভঙ্গুর ও জর্জরিত হয়ে যাক না কেন, কিন্তু জীবনের কোন একটি মুহূর্তে, কোন একটি বাঁকেও আল্লাহ তা'আলার রহমত, দয়া এবং আল্লাহ্প্রদত্ত ইচ্ছাশক্তি থেকে কেউই বঞ্চিত থাকেনা। নিশ্চয় আল্লাহ আমাদেরকে পাপাচার বর্জনের শক্তি দিয়েছেন, হিম্মত দিয়েছেন। কিন্তু আমরা নিজেদের বোকামী, নির্বুদ্ধিতা ও নীচু মানসিকতার দরুন সেটির সদ্ব্যবহার করি না। অবশ্য, অসাবধানতা ও বারংবার পাপে লিপ্ততার ফলে আল্লাহ্ প্রদত্ত ইচ্ছা-শক্তি দুর্বল ও ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়। আমরা নিজেরাই কিন্তু সেই ক্ষতিসাধন করেছি। আল্লাহপাক তো সেটির কোন রূপ ক্ষতি সাধন করেননি। বরং পাপাচারের বদ-অভ্যাসের দ্বারা তাকওয়ার এরাদা ও ইচ্ছাশক্তিকে আমরাই আঘাত করেছি। কুদৃষ্টি করে মাথার উপর থেকে আল্লাহর রহমতের ছায়া সরিয়ে দিয়ে লা'নত ও অভিশাপের ছায়াতলে নিজেদের প্রবিষ্ট করেছি।

অতএব, হে লা'নতের ছায়াতলে বসবাসকারী, শোন, সত্য এটিই যে, আল্লাহ তোমাদের ধ্বংস করেননি, বরং তোমরা নিজেরাই নিজেদের ধ্বংস করেছ। যদি তোমরা স্বীয় নফসের হারাম কামনা-বাসনাকে আল্লাহ্র জন্য বরবাদ করতে, জলাঞ্জলি দিতে, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হৃদয়-সিংহাসনকে আবাদ করে দিতেন। তখন এই ছন্দের মর্মই তোমাদের জীবনে উদ্ভাসিত হতো–

برباد محبت کو نہ برباد کریں گے

میرے دل ناشاد کو وہ شاد کریں گے

অর্থ :আল্লাহ্র প্রেম-ভালবাসার পথে আমার বিসর্জিত হৃদয়কে তিনি ধ্বংস হতে দিবেন না। তাঁর জন্য আঘাতে-আঘাতে জর্জরিত হৃদয়কে অবশ্যই তিনি শান্ত ও সন্তুষ্ট করে দিবেন।

খুশী ও আনন্দের যিম্মাদারী

তবে নানাবিধ পাপাচারের দ্বারা আমরা নিজেদের যতটাই ক্ষতিসাধন করি না কেন, তারপরও তার প্রতিকার ও ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব। যদি তা সম্ভবই না হত তাহলে আল্লাহপাক তওবার দরওয়াজা উন্মুক্ত রাখতেন না। কিন্তু যারা নফসের অবৈধ ও অবাঞ্ছিত আনন্দ-ফুর্তি দ্বারা জীবনে সজীবতা পেতে চায় (অথচ বাস্তবে তাদের জীবনটা আল্লাহর কহর-গযব ও লা'নতের ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত), আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সেই লা'নতগ্রস্থ অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ হেফাযত করুন। আমীন।

পক্ষান্তরে যদি তোমরা মনের অবাঞ্ছিত আশা-আকাঙ্খা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে নিজের হৃদয়-মনকে বেদনাহত কর,তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে শান্তি ও মধুরতা দান করবেন। আল্লাহর রাস্তার আহত অশান্ত হৃদয়কে প্রশান্তি দানের যিম্মাদারী আল্লাহপাকের রহমত নিশ্চিত ভাবেই গ্রহণ করে। বন্ধুগণ, আমল ত করে দেখ। এটি গল্প ও বক্তৃতাবাজির রাস্তা নয়। গলার জোরে কিংবা ভাষার জোরে সাফল্য আসেনা এই পথে। আল্লাহর মহব্বতের এই রাস্তা কথার ফুলঝুরি দিয়ে অতিক্রম হয় না। এপথ তো

শুধু হিম্মত আর আমল দ্বারাই অতিক্রম করা যায়। সুতরাং হিম্মত করে দেখ; দৃষ্টি হেফাযত করে দেখ। আর অতীত জীবনের গান্দা গান্দা কর্মের কল্পনা-জল্পনা হৃদয়ে স্থান দিও না। ওসব স্মরণ করে হারাম স্বাদ আস্বাদন করো না।

'লা-ইলাহা'র মধ্যে গাইরুল্লাহ থেকে 'বিচ্ছিন্নতা'র স্বাদ

আমার প্রিয় বন্ধুগণ, অবৈধ-অবাঞ্ছিত স্বাদ ও আনন্দকে তোমরা ভুলে যাও, আল্লাহর সন্তুষ্টির পথের হালাল স্বাদ ও আনন্দকে জীবনের ব্যাপক পরিমণ্ডলে গ্রহণ কর। দেখ, লা-ইলাহা'র মধ্যে আল্লাহকে ধরার এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ ধরার স্বাদ ও বিদ্যমান এবং গাইরুল্লাহর হারাম ও অবৈধ পথের স্বাদ-মজাকে ত্যাগ করার স্বাদও বিদ্যমান। গাইরুল্লাহ থেকে পলায়ন করার স্বাদ-লয্যতও এতে মওজুদ, হৃদয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সদা স্থির ও জাগ্রত রাখার লয্যতও এতে মওজুদ। অতএব এই কালেমার 'লা-ইলাহা'র মধ্যে আল্লাহপাক সকল গাইরুল্লাহ (তথা আল্লাহ ছাড়া সবকিছু) থেকে পলায়নের, সকল গাইরুল্লাহকে ত্যাগ করার লয্যত আমাদের দান করেছেন, এবং 'ইল্লাল্লাহ্' দ্বারা আমাদের হৃদয়-সিংহাসনে তাঁর সমাসীন হওয়ার লয্যতও তিনি দান করেছেন। তাই এ কালেমার মধ্যে এত দামী উভয় লয্যতই বিদ্যমান।

আমার বন্ধুগণ! গাইরুল্লাহকে ত্যাগ করার জিরো পয়েন্ট বা 'প্রথম বিন্দু' জগতের সকল স্বাদ-লয্যত থেকে অনেক বড়, অনেক বেশী দামী। কেননা তা স্বয়ং জগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। দেখুন, যেই শিশু আক্রমণোদ্যত শত্রুবেষ্টনীর মধ্য হতে বেরিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পিতার দিকে দৌড়াতে থাকে, সে কি এই পালানোর মধ্যে কোন স্বাদ পায় না? যতই সে পিতার নিকটবর্তী হয়, তার স্বাদ ও আনন্দ ততই বৃদ্ধি পেতে থাকে। অনুরূপ আল্লাহ তা'আলা لَا إِلٰهَ (লা-ইলাহা)-র মধ্যে গাইরুল্লাহর ভিড় থেকে পালিয়ে দ্রুততর মাওলার দিকে দৌড়ানোর স্বাদ ও আনন্দ দান করেছেন। আর এই পালানোর আনন্দের জিরো পয়েন্ট তথা প্রথম বিন্দু দ্বারাই বান্দার হৃদয়ের কেবলা যা গাইরুল্লাহ্র দিকে ছিল এখন তা সম্পূর্ণ মাওলার দিকে হয়ে গেল। লা-ইলাহা দ্বারা গাইরুল্লাহ্ থেকে তার এই পলায়ন তাকে

ইল্লাল্লাহ্-এর স্থিরতা ও নিবিড়তার মসনদে আসীন করে দেয়। ফলে মাওলার দৃষ্টি তখন তার হৃদয়ের উপর অনুগ্রহ করে। মাওলার দৃষ্টিতে সে তখন আদর ও স্নেহ লাভ করে। আর আল্লাহ যার প্রতি স্নেহ ও পেয়ারের দৃষ্টি করেন, সারাটা দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ-মজাও তার সম্মুখে কোন বাস্তবতাই রাখে না। তুলনাহীন সে তৃপ্তি ও আনন্দ।

কারণ, দুনিয়ার সকল স্বাদ-মজা তো মাখলূক (সৃষ্ট)। আর আল্লাহপাক তো খালেক (স্রষ্টা)। মাখলূক কখনো স্বীয় খালেকের (স্রষ্টার) স্থান দখল করতে পারে না। কেননা সকল মাখলূকেরই স্বাদ-মজা হল সসীম ও ক্ষণস্থায়ী; আর মহান খালেকের মজা ও মাধুর্য তো অসীম ও চিরস্থায়ী। অতএব মাখলূক কিভাবে মহান খালেকের সমকক্ষ হতে পারে? لامثل له وَلَاأمِثَالَ لَهٗ তার কোন তুল্য নাই, তুলনা নাই। তার মত কেউ নাই, কিছুই নাই।

বন্ধুগণ! মৃত্যুর সময় এরূপ না বলতে শুরু কর যে, হায়, এ বিষয়ে তো আমি কিছুই জানতাম না। গভীর মনোযোগে আজ অধম আখতারের ফরিয়াদ শুনে নাও এবং মুখস্ত করে নাও। যেদিন এই যিন্দেগী শেষ হয়ে যাবে, আখেরাতের এই শস্যক্ষেত্র যেদিন হাতছাড়া হয়ে যাবে, তোমার শেষ নিঃশ্বাস বের হয়ে যাবে, তখন আফসোস ও অনুতাপ করলে কোনই কাজ হবে না।

اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت

অর্থাৎ, এখন আর আফসোস করে কি লাভ হবে, যখন পাখিরা ক্ষেতের শস্যদানা সব সাবাড় করে ফেলেছে।

রূহ্ বালেগ হওয়ার আলামত

বন্ধুগণ, পাপাচার বর্জন করে, আল্লাহর ভয় ও তাকওয়া অর্জন করে আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কোন কামেল শায়খের ছোহ্বত বা সংস্পর্শে কতটুকু সময় থাকা জরুরী? কেউ তো বিশ বছর ধরে শায়খের সাথে থাকছে, আবার কেউ ত্রিশ বছর ধরে থাকছে। তো কতটুকু সময় শায়খের সংস্পর্শে থাকলে তাকওয়া অর্জন করে মানুষ আল্লাহর ওলী হয়ে যেতে পারে; তার নাবালেগ রূহ বালেগ হয়ে যেতে পারে। দৈহিক ভাবে যখন

মানুষের পনের বছর পূর্ণ হয়ে যায় তখন হঠাৎ সে একদিন মুহূর্তকালের মধ্যে বালেগ হয়ে যায়। দেহ বালেগ হওয়ার ক্ষেত্রে ক্রমপর্যায় ও ধীরতা নেই। এমন নয় যে, ধীরে ধীরে অল্পঅল্প করে বালেগ হবে। যেমন আজ দু'আনা পরিমাণ বালেগ হল, আগামীকাল চারআনা। আবার পরশু ছয় আনা। এমনটা হয় না। বালেগ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পৌঁছতে তো দেরী হয়। কিন্তু সময় হয়ে গেলে হঠাৎ বালেগ হয়ে যায়। এবং যে বালেগ হয় সে অনুভবও করতে পারে, বুঝতে পারে যে, আজ আমি বালেগ হয়ে গেছি। অনুরূপভাবে রূহ্ যখন বালেগ হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়, ঐ লোকটি তখন সাথে সাথেই বুঝতে পারে যে, আজ আমি রূহের দিক হতে বালেগ হয়েছি। আমার রূহ আজ বালেগ হয়ে গেছে। এবিষয়ে কারো কাছে তার জিজ্ঞাসা করতে হয় না। শায়খের নিকটও জিজ্ঞাসা করতে হবে না। আর এটি শায়খের দায়িত্বও নয় যে, তিনি আপনাকে বলে দিবেন, ওহে : তুমি কিন্তু বালেগ হয়ে গেছ। বরং আপনার অনুভূতিই আপনাকে বলে দিবে, ওহে! তুমি কিন্তু রূহের দিক দিয়ে বালেগ হয়ে গেছো। তখন তোমার মধ্যে পাপাচার বর্জনের জন্য বীর পুরুষের ন্যায় হিম্মত নছীব হবে। তখন তুমি সমগ্র জগদ্বাসীকে চিৎকার করে বলতে থাকবে, হে জগদ্বাসী! আল্লাহ তা'আলার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের সম্মুখে সমগ্র জগতেরও কোন মূল্য নাই; না সূর্যের কোন মূল্য আছে, না চন্দ্রের। ওই ওলীআল্লাহর দৃষ্টিতে জগতের সবকিছুই তখন তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়।

حال میں اپنے مست ہوں غیر کا ہوش ہی نہیں
رہتا ہوں میں جہاں میں یوں جیسے یہاں کوئی نہیں

আল্লাহর সাথে আমার এশ্ক্ ও মহব্বতের গভীর ও নিবিড় সম্পর্কের বদৌলতে আমি এতটা আত্মহারা যে, অন্যদের প্রতি খেয়াল করার মত কোন হুঁশই আমার মধ্যে নাই। আল্লাহর মহব্বত ও আল্লাহ্প্রেমের বরকতে জগতে আমি এভাবে বসবাস করি মনে হয় যেন এখানে আর কেউ নাই।

আল্লাহর ওলী হওয়া কোন সাধারণ বিষয় নয়। তার মাকাম ও মর্তবা কোন মামুলি বিষয় নয়। নাম ত শুনেছেন আল্লাহর ওলীদের। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নিজ দয়া ও অনুগ্রহে যখন কাউকে ওলীআল্লাহ বানাবেন তখনই

সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, রূহানিয়তের মর্তবা কত উর্দ্ধের। আল্লাহর ওলী তিনি যিনি আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, রাজসিংহাসন, রাজমুকুট ও সমগ্র জগতের সুন্দর-সুন্দরীদের চ্যালেঞ্জ করে থাকেন যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যদি আমার চেয়ে বেশী সুখ, আনন্দ, মর্যাদা, জ্যোতি কিংবা প্রতিপত্তির অধিকারী থেকে থাক, তাহলে আস। কারণ, মহান আল্লাহ তাআলাকে হৃদয়সিংহাসনে সমাসীন পেয়ে উভয় জগতের সর্বোচ্চ স্বাদ, তৃপ্তি,সম্মান ও প্রতিপত্তি সে তার বক্ষ-মাঝে উপলব্ধি করতে থাকে।

وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے

مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے

যে হৃদয়সিংহাসনে দো-জাহানের বাদশাহ নিজেই আসন গ্রহণ করেন, নিশ্চয় সে উভয় জগতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মজা পেয়ে যায়।

কিন্তু, আল্লাহ তাআলাকে পাওয়ার তরীকা কি? একটু পরেই তা আমি আপনাদের সম্মুখে পেশ করছি। ধীরে ধীরে বিষয়টি আপনাদের কাছে আরো স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকবে– ইনশাআল্লাহ।

কোনও বয়ান-বক্তৃতা দ্বারা আল্লাহ তাআলার মহব্বতের হক সম্পর্কে যথার্থ বর্ণনা দান অসম্ভব

জীবনভর আল্লাহ তাআলার মহব্বত-ভালবাসার অসংখ্য-অগণিত বয়ান-বক্তৃতার পরও একথা বলার কোনই অবকাশ নাই যে, আজ আল্লাহর মহব্বত বয়ানের হক আদায় হয়ে গেছে। বয়ান-বক্তৃতা করে আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের হক আদায় করা কখনো সম্ভব নয়। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) বলেন, হে জগদ্বাসী, শোন–

ہر چہ گویم عشق را شرح و بیاں

چو بعشق آیم خجل باشم ازاں

তাহার প্রেমের ব্যাখ্যা আমি যতোই ব্যক্ত করি
প্রেমাবিষ্ট হলে আবার, লজ্জাতাপে মরি।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) যিনি ইরানের 'কূনিয়া' নামক শহরের অধিবাসী ছিলেন, ফার্সী ভাষায় মছনবী শরীফের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার এশ্‌ক ও মহব্বতের আগুনভরা সাড়ে আটাশ হাজার ছন্দ এবং 'দীওয়ানে শামছে তাবরেয' এর মধ্যে পঞ্চাশ হাজার ছন্দ উম্মতকে তিনি উপহার দিয়েছেন। সেই মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) এর বাণী এবং মাওলার এশ্‌ক-মহব্বতের অগ্নিদগ্ধ হৃদয়ের ব্যথা আজ তোমরা আখতারের যবানে শোন। তিনি বলেন, আমি যখন আল্লাহ্ তা'আলার এশ্‌ক ও মহব্বতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করতে থাকি, তখন আমার মনে হয় আল্লাহপাকের এশ্‌ক ও মহব্বতের এর চেয়ে উত্তম ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত আমার দ্বারা আর কখনো সম্ভব হয়নি। কিন্তু পরে যখন দ্বিতীয়বার আল্লাহরপাকের এশ্‌ক ও মহব্বত আমার উপর প্রবল হয়ে যায়, এশ্‌ক ও মহব্বতের তীব্রতায় আমি যখন হারিয়ে যাই, তখন পূর্বের ব্যাখ্যা ও বয়ানের উপর আমি ভীষণ লজ্জিত হয়ে যাই। তখন আমি অনুতাপ ও অনুশোচনা করি যে, আমি যে মনে করেছিলাম আল্লাহ তা'আলার মহব্বতের ব্যাখ্যা ও বয়ানের হক খুব আদায় হয়ে গেছে, তা কতটা অবাস্তব!

বন্ধুগণ, এই তো ছিল মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রঃ) এর অবস্থা।

কিন্তু রূমীর প্রেমিক এই অধমেরও ঠিক একই অবস্থা। যখনই আল্লাহর মহব্বতের বয়ান করি, তখন আমি পূর্ব কৃত বয়ানের উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে যাই। বস্তুতঃ এই অবস্থা মৃত্যু পর্যন্তই স্থায়ী থাকবে। এমনকি যদি কিয়ামত পর্যন্তও জীবিত থাকি তাহলে কিয়ামত পর্যন্তই তা স্থায়ী থাকবে। কারণ, যেখানে আল্লাহ নিজেই আসীন, যেখানে আল্লাহ্ তা'আলার তাজাল্লী ও নূরের অবিরাম ব সখানে না সূর্য আছে, না উদয়-অস্ত, না সকাল আছে, না সন্ধ্যা, না ঘড়ি আছে, না ঘন্টা, না ক্ষয় আছে, না ধ্বংস। এজন্যই সূর্যের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ স্বীয় দেওয়ানাদেরকে সর্বদা উচ্ছলিত ও তেজোদীপ্ত রাখেন। তাদের হৃদয়-আকাশের সূর্য্য কখনো অস্ত যায় না।

বন্ধুগণ, এখন আল্লাহর ওলী হওয়ার পাঁচটি আমল শুনে নিন। এ পাঁচটি আমল সবার জন্য। আমার জন্য, আপনাদেরও জন্য। যদি কেউ এ পাঁচটি আমল করে, তাহলে আমি আমার সত্তর বছরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার

আলোকে বলছি, নিশ্চয় সে আল্লাহর ওলী হয়ে মৃত্যুবরণ করবে–ইনশাআল্লাহ। এবং অতি অল্প সময়ে, অতিদ্রুত সে আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে। রূহ বালেগ হওয়ার এবং আল্লাহর ওলী হওয়ার অনুভূতিও তার নছীব হবে।

আল্লাহ্পাকের নৈকট্যের মধুরতা

তখন সে খুব বুঝতে পারবে যে, আমার এ জীবনটা ইতিপূর্বে কতটা নাপাক ও দুর্গন্ধময় ছিল। আর এখন আল্লাহর মহব্বতের বরকতে কতটা সুন্দর, সুগন্ধময় ও পরিমার্জিত হয়েছে। তখন সে তার অবস্থার ভাষায় বলবে–

از لب نادیدہ صد بوسہ رسید

এটি আমারই একটি ফার্সি ছন্দ। যার মর্মার্থ হল, কেউ যখন আল্লাহর উপর উৎসর্গ হয়, নিজের অবৈধ কামনা-বাসনা আল্লাহ্র জন্য জলাঞ্জলি দেয় এবং পিষে ফেলে, তখন আল্লাহ্র রহমতের অদৃশ্য ঠোঁটের অসংখ্যা চুম্বন ও অসংখ্য স্নেহ-সোহাগ তার নছীব হয়। আল্লাহ তা'আলার আদর-স্নেহ তাঁর দেওয়ানাদের প্রেমবিদগ্ধ ভগ্নহৃদয়ে শতশত বার চুম্বন করে। প্রিয় মাওলার আদর-স্নেহের এই অদৃশ্য ঠোঁট দেখা তো যায় না, যদিও হৃদয় তা অনুভব করে।

من چہ گویم روح چہ لذت چشید

আমি বলতে অক্ষম যে, নফসের হারাম স্বাদ-আনন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে দেওয়ানার রূহ্ কি অনাবিল স্বাদ ও মধু আস্বাদন করে।

যাই হোক, এখন অনুধাবনের বিষয় হচ্ছে এই যে, কিভাবে আমরা ওলীআল্লাহ হবো? কিভাবে অতিদ্রুত আল্লাহ তা'আলার বেলায়েত ও বন্ধুত্বের মুকুট আমাদের মাথার উপর এসে যাবে? যাতে করে পুরুষগণ খাজা হাছান বছরীর মত, আর নারী হলে হযরত রাবেয়া বছরীর মত ওলীআল্লাহ্ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

ہنوز آں ابر رحمت درفشان ست

'রহমতের সেই মেঘমালা
মুক্তা বর্ষে আজও'।

ওলী হওয়ার দরজা কিয়ামত পর্যন্ত খোলা থাকবে

আল্লাহর খাছ রহমত ও বেলায়েতের দরজা এখনো উন্মুক্ত আছে।। কিয়ামত পর্যন্তই উন্মুক্ত থাকবে। এরূপ মনে করো না যে, বড় বড় ওলী-আউলিয়াগণ তো সবই চলে গেছেন; তাদের মত বড় বড় ওলী পয়দা হওয়ার যমানা এখন আর নাই। কিন্তু, না, বন্ধুগণ, সেইরূপ যমানা এখনো বিদ্যমান। কারণ, যমানার খালেক যখন বিদ্যমান তাহলে যমানা কিভাবে হারিয়ে যেতে পারে? সেই যমানায় যিনি বড় বড় ওলী সৃষ্টি করেছেন এই যমানায়ও তিনি তা পারেন। আমার দাদাপীর হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ), খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী আজমীরী (রঃ), ইমাম গাযালী (রঃ) এবং ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী (রঃ) এর মত ওলী-আওলিয়া আজও মওজুদ আছেন। ওলীআল্লাহদের কোন কুর্সী খালি নাই। সকল কুর্সী একদম পরিপূর্ণ। কিন্তু তাদেরকে চিনবার মত পিপাসিত চক্ষু আমাদের নাই। আমাদের চোখ ক্রটিযুক্ত কিংবা দৃষ্টিশুন্যতায় আক্রান্ত হয়ে গেছে। যার ফলে আমরা তাদেরকে দেখা ও চেনার শক্তি হারিয়ে ফেলেছি। হযরত থানবী (রঃ) কসম খেয়ে এই ছন্দটি পড়েছিলেন—

هنوز آں ابر رحمت درفشاں ست

আল্লাহর রহমতের সেই বারিধারা আজও বর্ষিত হচ্ছে যা শায়েখ আব্দুল কাদের জীলানী (রঃ), খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী আজমীরী (রহ:), শায়েখ শিহাবুদ্দীন সোহারওয়ার্দী (রঃ), খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দী (রঃ) এবং চার সিলসিলার সকল আওলিয়াগণের উপর বর্ষিত হয়েছিল। রহমতের যে বারিধারা তখন বর্ষিত হয়েছিল তা আজও বিদ্যমান আছে।

خم وخم خانہ بامہر ونشاں ست

আল্লাহর মহব্বতের দারুণ নেশাযুক্ত খাঁটি ও অতি দামী সেই শরাব ও শরাবখানা, এবং সেই শরাবের মট্‌কা ও বোতল আজও আসমানী সীল-মোহর যুক্ত হালতেই বর্তমান আছে; আমাদের পিপাসা ও তালাশের অপেক্ষায় আছে। মহব্বতের সেই শরাবপানে নিত্য নেশাগ্রস্থ আশেকীনও আজও মওজুদ আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্তই থাকবেন।

আল্লাহর ওলীদের গোলামী ও আনুগত্যের বরকতসমূহ

কিন্তু আফসোস, লোকেরা আল্লাহর ওলীদেরকে চিনতে পারেনি। বুঝতে পারেনি আল্লাহর ওলীদের গোলামীর বরকতে কি দৌলত পাওয়া যায়।

বন্ধুগণ, আমার কিতাবাদি পড়ার পরিমাণ কিন্তু অনেক বেশী নয়। অথচ বড় বড় আলেমেদ্বীন আজ আল্লাহ তা'আলার বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে আমার বয়ান শুনে হতভম্ব হচ্ছেন। আফ্রিকা, বৃটেন, আমেরিকা, বাংলাদেশ, কাশ্মীর, হিন্দুস্থান সহ সমগ্র দুনিয়ার আলেমগণ আমার কিতাব সমূহ পড়তেছেন। তা কিসের বরকতে? শুধু আল্লাহর ওলীদের গোলামীর ওসীলায় এবং তাদেরই বরকতে আল্লাহপাকের এই অনুগ্রহ। আল্লাহর ওলীদের খেদমত বিফলে যায় না। এর দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কারো একটিমাত্র ছেলে আছে; খুবই প্রিয় ও আদুরে। তার সেবা-যত্নের জন্য কোন খাদেমও নিযুক্ত আছে। দেখা যাবে, পিতা নিজের অন্যান্য কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তো জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু নিজের একান্ত প্রিয় সন্তানের সেবা-যত্নকারী খাদেমের যোগ্যতা সম্পর্কে অতো খোঁজ-খবর নেন না। বরং সন্তানের মায়ায় পিতা এ-ই বলবেন যে, আমার ছেলে যা-কিছু খাবে, ছেলের খাদেমও তাই খাবে। কারণ, সে আমার ছেলের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও পরম হিতাকাংখী।

প্রিয় বন্ধুগণ, আমি আমার চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা বলছি, আল্লাহর ওলীদের সাথে সম্পর্ক ও বন্ধুত্বের বরকতে অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও আপনার এত বড় মাকাম ও মর্তবা নছীব হবে যে, বড় বড় যোগ্য লোকেরা আপনার এই মর্যাদা দেখে হতভম্ব হয়ে যাবে। আল্লাহর মাহবূব ও আশেক বান্দাদের বরকতে আল্লাহ তা'আলার বিশেষ রহমত তার উপর প্রকাশ হতে থাকে। যদিও বাস্তবে সে আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ঘনিষ্ঠতার সেই মাকাম পর্যন্ত এখনও পৌঁছে নাই; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা দেখেন যে, সে আমার অত্যন্ত প্রিয় ও ঘনিষ্ঠ ওলীদের খাদেম। তাই কিভাবে আমি তাকে নিজ রহমত থেকে বঞ্চিত রাখব। আল্লাহ তাআলা সীমাহীন রহমতের দরুন তাঁর আওলিয়াদের খেদমতকে বৃথা যেতে দেন না।

আজ আমি আমার ভেদ প্রকাশ করে ফেলেছি যে, লোকেরা আমার নিকট কেন আসে। আসলে এতে আমার নিজের কোন কৃতিত্ব নাই। ব্যাপার শুধু এতটুকু যে, আমি আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহ্বতে, তাঁদের খেদমতে জীবন কোরবান করেছি। দিল্লীতে আমার শায়েখ হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ)-এর মেযবান জনাব ইলিয়াস কোরায়্শী সাহেব আমার দোস্ত-আহ্বাবের নিকট এক রাতের ঘটনা ফাঁস করে দিয়েছেন যে, আজ আমি তোমাদেরকে মাওলানা হাকীম আখতার সাহেবের এক ঘটনা শুনাচ্ছি, যা বাংলাদেশ ও সৌদি আরবেও শুনিয়েছি। আজ এখানেও শুনাচ্ছি।

ঘটনাটি এই যে, মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রঃ) আমার ঘরে মেহমান ছিলেন। ঐ যমানায় আমার নিকট এমন কোন উন্নত ব্যবস্থা ছিল না যার দ্বারা তাহাজ্জুদের সময় গরম পানির ব্যবস্থা করব। মাওলানা হাকীম আখতার সাহেব আমাকে বললেন, আপনি গরম পানি করে আমার নিকট দিয়ে দিন। তাহাজ্জুদ পর্যন্ত তা গরম রাখা আমার দায়িত্ব। আমি পানি গরম করে মাওলানা হাকীম আখতার সাহেব-এর নিকট দিলাম। দেখলাম, তিনি রাতভর পানির পাত্রটি পেটের সংগে জড়িয়ে রাখলেন যাতে পেটের সংগে থাকার ফলে পাত্রের পানি গরম থাকে।

এই ঘটনা তো আমার স্মরণও ছিল না যা জনাব ইলিয়াছ সাহেব শুনিয়েছেন। এখনও তিনি জীবিত আছেন। আমাদের নিকটেই তাঁর একটি বাড়ী আছে। কখনো সাক্ষাত হলে সরাসরি তার নিকট হতে জেনে নিবে।

এটি তো এক রাতের ঘটনা। আমার শায়েখ হযরত ফুলপুরী (রঃ)-এর পুকুরটি জুন মাসের দিকে যখন শুকিয়ে যেত, এ অধম তখন এক মাইল দূর থেকে লোহার কলস মাথায় নিয়ে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে শায়খের জন্য উযূর পানি এনে দিতাম। আপনারা তো আমাকে এমন সময় পেয়েছেন আল্লাহপাক যখন আমার জন্য বিশেষ রহমতের দরজা সমূহ খুলে দিয়েছেন, এবং আমার বার্ধক্যকালে আমার জন্য পেনশন চালু করে দিয়েছেন। যদি আমার যৌবন কাল দেখতেন তাহলে বুঝতেন যে, আল্লাহপাক আখতারকে কিরূপ তওফীক দ্বারা ধন্য করেছেন। (কি কষ্টকর খেদমত ও মোজাহাদা তখন হয়েছে।)

আমার শায়েখ সকালের নাশ্‌তাও করতেন না। শায়খের বয়স তখন সত্তর, আর আমি (১৬/১৭ বছরের) যুবক। দীর্ঘ দশ বৎসর যাবত হযরতের মহব্বতে আমি নাশ্‌তা করিনি। দশ বছর পর্যন্ত ফজর থেকে ১টা পর্যন্ত এক ফোঁটা চা কিংবা পানি কিছুই মুখে যেত না। অথচ যৌবনকালের ক্ষুধা কত প্রচণ্ড হয়। আল্লাহর উপর ভরসা করে এই গোপন কথা আজ প্রকাশ করেই দিলাম।

আল্লাহ্‌পাকের কত বড় রহ্‌মত ছিল এই অধমের উপর যে, এভাবে দশটি বৎসর 'স্বেচ্ছায়' আমি নাশ্‌তা ছাড়াই কাটিয়েছি। আমার শায়খের ঘরের লোকেরা আমাকে নাশ্‌তা করার জন্য বলতেন। কিন্তু আমার লজ্জাবোধ হতো যে, আমার শায়েখ তো নাশ্‌তা করবেন না, অথচ আমি নাশ্‌তা করব! হযরত শায়খের মহব্বত, যিকির, তেলাওয়াত ও এশরাকই ছিল আমার সকালের নাশ্‌তা, যার স্বাদ আমি আজও অনুভব করি। হাঁ, দুপুর ১টা বাজে হযরত যখন খানা খেতেন, আমিও তখন হযরতের সাথে খানা খেতাম। হায়, যে তৃপ্তি তখন অনুভব করতাম তা বলার কোন ভাষা নাই আমার কাছে।

আমার ভায়েরা! আজ আমি তোমাদেরকে খুব সংক্ষিপ্ত (short cut) রাস্তা বলে দিচ্ছি যে, দুনিয়ার যেই ওলী বা তাঁদের কোন গোলামের সাথে তোমার মুনাসাবাত (তথা অন্তরের মিল-মহব্বত) অনুভব হয়, এখলাছের সাথে তাঁর খেদমত ও মহব্বত কর। আল্লাহপাক কেবল ঐ মহব্বতই কবূল করেন যা এত্তেবা'র সাথে হয়। নিজের শায়খের পরামর্শের উপর আল্লাহর জন্য তথা এখলাছের সাথে জান কোরবান করে দাও। (এত্তেবা' মানে অনুসরণ।)

অকাট্য দলীল দ্বারা عِلْم لَدُنِّی 'এল্‌মে-লাদুন্নী'র প্রমাণ

হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) যিনি আলেম তো ছিলেন না, কিন্তু বড় বড় আলেম তাঁর হাতে বায়আত ছিলেন। তাঁর 'নিস্‌বত মাআল্লাহ' (আল্লাহর সাথে সম্পর্ক) অত্যন্ত গভীর ছিল। খোদাপ্রদত্ত বিশেষ এলমের (এল্‌মে-লাদুন্নীর) অধিকারী ছিলেন তিনি। জনৈক আলেম মাওলানা আবদুল হাই বড়ুহানবী তাঁকে বললেন, হযরত আমাকে দুই রাকাত নামায

এভাবে পড়িয়ে দিন যেন পুরা নামাযে কোন ওয়াস্‌ওয়াসাই না আসে। নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমার অন্তর যেন আল্লাহপাকের সামনে সম্পূর্ণ নিবেদিত থাকে। উত্তরে তিনি বললেন, 'ঠিক আছে; দেখা যাক'।

অত:পর এক রাতে হযরত সাইয়েদ সাহেবের অন্তরে আল্লাহর পক্ষ হতে এলহাম হল যে, আজ তুমি তাকে সেই নামায পড়িয়ে দাও। আসমান থেকে অন্তরের উপর এলহামী আদেশ জারী হয়ে গেল। হযরত সাইয়েদ সাহেব উঠে সেই মাওলানা সাহেবকে জাগ্রত্‌ করলেন এবং বললেন, মাওলানা! 'আল্লাহর জন্য' উঠে পড়ুন। মাওলানা উঠলেন। হযরত বললেন, মাওলানা! 'আল্লাহর জন্য' উযূ করুন। মাওলানা উযূ করলেন। অত:পর বললেন, মাওলানা 'আল্লাহর জন্য' দুই রাকাত পড়ুন। মাওলানা সাহেব দীর্ঘ দিনের আকাংখিত সেই নামায আজ পেয়ে গেলেন। হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ)-এর 'রূহানিয়ত'-এর এই অবস্থা দেখে মাওলানা সাহেব তাঁর হাতে বায়আত হয়ে গেলেন। বড় বড় আলেম হযরত সাইয়েদ আহমদ শহীদ (রঃ) এর হাতে বায়আত ছিলেন। অথচ তিনি রীতিবদ্ধ আলেম ছিলেন না। আল্লাহপাক কাউকে 'এল্‌মে লাদুন্নী' (কিতাবী জ্ঞান অর্জন ব্যতীতই বিশেষ এলম) দান করেন।

বন্ধুগণ, আমাদের তাসাওউফ কোরআন-হাদীছের দলীল বহির্ভূত নয়। আল্লাহপাক বলেন–

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا عِلْمًا

"আমি তাঁকে আমার পক্ষ হতে বিশেষ এল্‌ম শিক্ষা দিয়েছি"।

পবিত্র কোরআনের এই আয়াতে আল্লাহপাক প্রচ্ছন্নভাবে এরশাদ করলেন যে, আমি যাকে চাই তাকে এল্‌মে লাদুন্নী দান করি। আসমান হতে সে এলম প্রাপ্ত হয়। (তবে এলহাম বা এল্‌মে-লাদুন্নীর গ্রহণযোগ্যতার শর্ত হলো, তা পবিত্র কোরআন ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক না হওয়া চাই।– অনুবাদক)

বাহ্যিক লেখাপড়া নাই কোন এক শায়খের এমন এক খাদেম সম্পর্কে জনৈক মুফতী সাহেব বললেন, হুযূর, এই যুবক ছেলেটির জীবনটা আপনি নষ্ট করবেন না। তাকে বরং আমার মাদরাসায় ভর্তি করে দিন। শায়েখ বললেন, আগে আপনি তাকে কোন প্রশ্ন করে দেখুন। সে বাহ্যিকভাবে

লেখাপড়ায় কোনরূপ যোগ্য নয় বটে; কিন্তু আল্লাহ্পাকের নিকট মকবূল। আপনি তাকে প্রশ্ন করেই দেখুন। অতঃপর ঐ আলেম যুবকটিকে প্রশ্ন করলেন যে, উযূর নিয়মের মধ্যে সুন্নতকে কেন আগে রাখা হল? অথচ ফরযকে আগে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। কারণ, ফরযের মর্যাদা বড়। অথচ হাত ধোয়া, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া এসব আমল সুন্নত হওয়া সত্ত্বেও ফরযের আগেই সম্পাদন করতে হয়। এর রহস্য কি?

প্রশ্ন শ্রবণের সাথে সাথে যুবকের অন্তরে আসমান থেকে আওয়াজ এসে গেল। উত্তর এসে গেল। যুবক বলতে লাগল, ফরযের আগে সুন্নতের উক্ত আমল এজন্য করতে হয় যে, সুন্নত হল ফরযের পূর্ণতা দানকারী। সুন্নতের মাধ্যমেই ফরয পূর্ণতা অর্জন করে। যেহেতু উযূ সহীহ্ হওয়ার জন্য শর্ত হল পানির রং, স্বাদ এবং ঘ্রাণ দুরুস্ত হওয়া। তাই পানি হাতে নেওয়ার দ্বারা জানা যায় যে, পানির রং ঠিক আছে কি না? এই কালারের পানি দ্বারা উযূ হবে কি-না? পানির রং পরিবর্তন হয়ে গেল কি না? তারপর কুলি করা সুন্নত। এর দ্বারা পানির স্বাদ জানা যায়। কেননা যদি স্বাদ নষ্ট হয়ে যায়, ঐ পানি উযূর যোগ্য নয়। অতঃপর তিনবার নাকে পানি দেওয়া সুন্নত। এর দ্বারা জানা যায়, পানির ঘ্রাণ ঠিক আছে কি-না। কারণ পানি যদি দুর্গন্ধপূর্ণ হয়ে যায় ঐ পানি উযূর যোগ্য থাকে না। এজন্যই ফরযের পূর্ণতার জন্য এখানে সুন্নতকে আগে আদায় করার হুকুম করা হয়েছে। উযূর মধ্যে ফরযের পূর্বে উল্লেখিত সুন্নত সমূহ আদায়ের মধ্যে এই হেকমত বিদ্যমান।

উত্তর শুনে মুফতী সাহেব তো একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন যে, যেই ছেলে জীবনে মাদ্রাসার মুখও দেখেনি, কিভাবে সে এমনতর উত্তর দিল? আসলে ছেলেটির মধ্যে শিক্ষাগত কোন যোগ্যতা তো ছিল না, কিন্তু শায়খের খেদমতের বরকতে মকবূল হয়ে গেছে। যখন মাকবূল হয়ে যায় তখন যার নিকট মাকবূল সেই মহান মাওলায়ে-পাকই তার সম্মানের হেফাযত করেন। যেভাবে আপনি আপনার প্রিয় মানুষের মান-মর্যাদা রক্ষা করেন, আল্লাহ্পাকও তাঁর প্রিয়পাত্রের সকল বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখেন। তার ইযযত হেফাযত করেন।

ওলী হওয়ার পঞ্চবুনিয়াদ

এখন আমি মূল বিষয় পেশ করছি যার দ্বারা আপনারা ওলী হওয়ার ভিত্তি ও ফিনিশিং জানতে পারবেন। (Structure and Finishing)

১নং— কোন আল্লাহ্ওয়ালার সোহ্বত (সান্নিধ্য ও সম্পর্ক)

পৃথিবীর যেকোন আল্লাহওয়ালার সাথে মুনাছাবাত (অন্তরের মিল) হয় তাঁর সোহ্বতে থাকো। আর মহিলারা সেই আল্লাহওয়ালার ওয়ায-নসীহত শুনবে, তাঁর হেদায়েত ও পরামর্শ মোতাবেক দ্বীনী কিতাবাদি পড়বে। এভাবে পুরুষগণ চোখের মাধ্যমে আর নারীরা কানের মাধ্যমে (কিংবা পরামর্শ গ্রহণের মাধ্যমে) সোহ্বতপ্রাপ্ত হয়ে যাবে। আল্লাহওয়ালাদের অন্তরের ব্যথা এবং আল্লাহ্র সাথে তাঁদের মহব্বত ও সম্পর্কের বরকত তাঁদের ওয়াজ-নসীহত শ্রবণ, তাঁদের হেদায়াত বা দ্বীনী দিকনির্দেশনার অনুসরণের মাধ্যমে মা-বোনদের অন্তরে প্রবেশ করবে। ফলে এই নারীরাই একদিন এক-একজন রাবেয়া বসরিয়া হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ্।

সোহবতের বর্ণিত উপকারীতার দলীল কোরআন শরীফের এ আয়াত–

كُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ

"তোমরা আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতে (সংস্পর্শে) থাকো।"

আল্লাহওয়ালাদের সাথে এতোটা থাকো যেন তোমরা তাঁদের মতই হয়ে যাও। তাঁদের সঙ্গে থেকেও যদি তোমরা তাদের মত না হয়ে থাকো, তাহলে সেজন্য তোমরাই দায়ী। কারণ, তোমরা আল্লাহকে পাওয়ার ব্যাথা নিয়ে থাকো নাই। জীবনবাজি রেখে থাকো নাই। এখলাছের সাথে থাকো নাই। হিজড়ার মত হিম্মতহারা হয়ে থেকেছো। যেখানে সহজ রাস্তা, সহজ ব্যবস্থা পাওয়া যায়, সেখানে তোমরা শায়খের সাথে। আর যেখানে মুশকিল লাগে, গুনাহ থেকে বাঁচতে হয়, সেখানে তোমরা শায়খের সঙ্গ ছেড়ে দাও। উপরন্তু, অন্তর-আত্মাকে হারাম মজা গ্রহণে আসক্ত, বদভ্যস্ত ও অপবিত্র করে পেশাব-পায়খানার নাপাক ও ঘৃণিত স্থানে পৌঁছে যাও। এভাবে থাকার নামই কি শায়খের সোহ্বতে থাকা? বস্তুত: তা শায়খের সোহ্বতে থাকা নয়। এমন মানুষ বাহ্যিকভাবে শায়খের সাথে থেকেও প্রকৃতপক্ষে শায়খের সাথে নাই। বরং সে অনেক দূরে আছে শায়েখ থেকে। পক্ষান্তরে যারা শায়খের হেদায়াত মোতাবেক গুনাহ্ হতে দূরে থাকে, নফ্সের বিরুদ্ধে চলে, দূরে থেকেও তারা শায়খের রূহানী সান্নিধ্য প্রাপ্ত।

২নং— ذکراللہ پر مداومت যিকিরের পাবন্দি

শায়েখ যেই যিকির বাতলান নিয়মিত সেই যিকির করবে, কখনো বাদ দিবে না। যদি ক্লান্ত-শ্রান্ত থাক, তখন অল্প হলেও কর। উদাহরণ স্বরূপ, যদি একশতবার যিকির করতে অভ্যস্ত থেকে থাকো তাহলে ক্লান্তির সময় দশবার হলেও কর। তবুও যিকির ছেড়ো না।

আর নিজের নফ্সকে ধিক্কার দিয়ে জিজ্ঞেস কর যে, হে নালায়েক! কতদিন, কতরাত তোমার এভাবে কেটেছে যে, একবারও তুমি আল্লাহর নাম নাওনি। শুধু ভুঁড়ি ভরে খাবার খেয়েই শুয়ে গেছো; অথচ তোমার কোন ওযর ছিল না।

তাই কোনদিন যদি বেশী ক্লান্ত হয়ে যাও তাহলে অন্য সময় যদি এক শতবার করে যিকিরের অভ্যাস থেকে থাকে তবে এই দিন অন্তত: দশবারই করো। আর যদি অন্য দিন তিন শতবার করে আমল করে থাকো তবে আজ ৩০ বার করো। এভাবেও তোমার তিনশত বারই হয়ে যাবে। কেননা পবিত্র কোরআনে এক-একটি নেক আমলের জন্য কমপক্ষে দশটি করে নেকী দানের ওয়াদা আছে। আমার শায়েখ শাহ্ আব্দুল গনী ফুলপুরী (রঃ) হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রঃ) এর নিকট লিখেছেন যে, হযরত, আপনি আমাকে দৈনিক ৭০ বার দরূদে-তুনাজ্জীনার আমল দিয়েছেন। হযরত, আমি তো জৌনপুর শাহী মসজিদে প্রতিদিন ১৬টি সবক পড়াই। সবগুলি জালালাঈন শরীফ-মেশকাত শরীফের উপরের কিতাব। তাই আমার জন্য উক্ত আমল খুবই কষ্টকর।

হযরত থানবী (রঃ) উত্তরে লিখলেন, যদি আপনি এলমেদ্বীনের ব্যস্ততার কারণে প্রতিদিন সত্তর বার করে পড়তে না পারেন, তাহলে শুধু সাতবার পড়ে নিবেন। কোরআন শরীফে প্রতিটি নেক আমলের জন্য 'একে দশ'-এর ওয়াদা রয়েছে। সুতরাং সাতকে দশ দ্বারা গুণ করলে সত্তরই হয়ে যায়। বস্তুত: শায়েখ যিনি হন তাকে এরূপ হাকীমুল উম্মতই হওয়া চাই।

মোটকথা, যদি কোন দিন অলসতা-দুর্বলতা ইত্যাদির কারণে মন না চায়, তাহলে কমপক্ষে একশ'র স্থলে দশবার পড়ে ঘুমিয়ে যাও। যদি এতটুকুও না পার তাহলে এমন যালেম মুরীদকে বলবো, ঐ দিন তুমি খানাই খেওনা। না খেয়েই ঘুমিয়ে যাও। শায়খের কথার মূল্যায়ন কর। একবেলা নফ্ছকে ক্ষুধার্ত রাখ। যালেম নফ্স সাজা বিনে সোজা হয় না। নফসের বিরুদ্ধে 'মার্শাল ল' জারী করতেই হয়।

অতএব, রূহেরও এমন পাওয়ার থাকা চাই যেন সে নফ্সকে শায়েস্তা করতে পারে। রূহ্কে এতটাই পাওয়ারফুল ও শক্তিশালী হওয়া জরুরী।

৩নং— গুনাহ বর্জনে যুদ্ধরত থাকা

যুদ্ধ যেমন দু'দিক থেকে সংঘটিত হয়; একতরফা অভিযানকে যুদ্ধ বলেনা, তদ্রূপ গুনাহ্ থেকে বাঁচার জন্যও সর্বদা 'যুদ্ধরত' থাকতে হবে। অর্থাৎ নিজে গুনাহ থেকে দূরে থাক, গুনাহ্কেও তোমা হতে দূরে রাখ।। ভাগো এবং ভাগাও। নিজেও হারাম মা'শূক থেকে দূরে সরো, হারাম মা'শুককেও তোমা হতে দূরে সরাও। কারণ, কোন কোন মাশুক এমনও আছে যে, তুমি যদি ঐ মা'শূক হতে দূরে পালাতে শুরু করো, সেও তোমার পাছে পাছে তোমার চেয়েও দ্রুতগতিতে এতোটা ধাওয়া করবে যে, তোমাকে ধরেই ফেলবে। ফলে তুমি আবার ভালবাসার নতুন এক রাজ্যে পৌঁছে যাবে- যেখানে খবীছ মা'শুক আশেককে পাকড়াও করে ধরাশায়ী করে ফেলে। সুতরাং এতটা দূরে সরো, এতটা পলায়ন করো যেন হারাম মা'শুকের গতি তোমাকে ছুঁইতেও না পারে। জীবন বাজি রেখে প্রচেষ্টা চালাও। তারপরই আল্লাহর সাহায্য এসে যাবে। আল্লাহপাকই ধাওয়াকারী সব হারাম মা'শুককে তখন হটিয়ে দিবেন।

হে স্নেহাস্পদ! খুব ভাল করে বুঝে নাও যে, নিজেও গুনাহ্ থেকে দূরে থাকবে এবং গুনাহ্কেও দূরে হটাবে। যদি তোমার নির্জন কামরায় কোন সুশ্রী বালক এসে যায়, তখনই দ্রুত তাকে কামরা থেকে বের করে দাও। স্পষ্টভাবে বলে দাও যে, তুমি আমার ঈমানের জন্য ক্ষতিকর। তুমি কোথাও দূরে গিয়ে বসো। যদি তার কোন দোয়া-তা'বীযের প্রয়োজন থাকে তাহলে কারো মাধ্যমে পাঠিয়ে দাও। তুমিই মধ্যখানে কাউকে মাধ্যম বানিয়ে নাও। অথবা তাকে বলো যে, তুমি নিজে তো আমার কামরায় আসবে না, তবে অন্য কাউকে পাঠিয়ে দিবে। তাবীজ লিখে আমি তার মাধ্যমে পাঠিয়ে দিব; তার মাধ্যমে তোমার চিঠির উত্তর দিয়ে দিব। তুমি নিজ জায়গাতে পড়ে নিও। দেখ,এই পদ্ধতির মধ্যে ভাগা (দূরে সরা) এবং ভাগানো (দূরে সরিয়ে দেওয়া) উভয়টাই আছে। সুতরাং আবার বলছি, ভাগো এবং ভাগাও; জাগো এবং জাগাও।

৪নং— গুনাহের আসবাব-উপকরণ থেকে দূরে থাকা

যে জিনিস তোমাকে পাপে লিপ্ত করতে পারে এমন ব্যক্তি, বস্তু ও উপকরণাদি থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে। যেমন ভিন্ নারীকে বা কিশোর-তরুণ বয়সী কোন সুশ্রী ছেলেকে দেখা, স্পর্শ করা বা তাকে নিয়ে কল্পনা-জল্পনা করা ইত্যাদি থেকে অবশ্যই বিরত থাকবে। অবশ্যই দূরে থাকবে। মেয়েদেরকে দোকানে বা অফিসে পি-এ কিংবা সেল্সম্যান রাখা

পরিহার কর। মেয়ে পি-এ বা মেয়ে সেল্‌সম্যানকে কাছে রাখার ফলে সর্বদাই তা অন্তরকে পাপে-আক্রান্ত, কলুষিত ও অভিশপ্ত করতে থাকবে। তাই দুনিয়ার লোকসান বরদাশ্‌ত কর, কিন্তু আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করো না। এই চিন্তা করো না যে, তোমার জেনারেল ষ্টোরে যদি মেয়ে সেল্‌সম্যান রাখ তাহলে সেই মেয়েদের কারণে ক্রেতা বেশী আসবে। এক্ষেত্রে দুনিয়া তো হয়ত: পেয়ে যাবে, কিন্তু পরমপ্রিয় মাওলাকে তুমি হারাবে। দুনিয়া তো একদিন তোমাকে লাথি মারবে। সেদিন তুমি কবরস্থানে দাফন হয়ে যাবে। সেদিন দেখা যাবে, কবরে কে তোমার কাজে আসে?

مال و اولاد تری قبر میں جانے کو نہیں
تجھکو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں
جز عمل قبر میں کوئی بھی ترا یار نہیں
کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں

মাল-আওলাদ তোমার কবরে যাবে না। ওরা কেউ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে পারবেনা। নেক আমল ছাড়া কবরে কোনও সাথী কিংবা সাহায্যকারী থাকবে না। এত ভয়ংকর বিপদ সম্মুখে। অথচ তোমার কোন খবর নাই, কোন ফিকিরই নাই।

মাল ও আওলাদ কিছু
যাবে না গোরেতে,
জাহান্নামের আগুন হতে
পারবে না বাঁচাতে।
আমল ছাড়া কবর দেশে
কোনো উপায় নাই
হায়রে বিপদ! সেই বিপদের
খবর তোমার নাই।

তাই নারী হোক বা কিশোর-তরুণ-বালক হোক, চেহারা সুন্দর হোক বা না হোক, গুনাহের সকল উপকরণ থেকে তুমি দূরে থাকো। ভিন্ নারী থেকে একশত ভাগ পর্দা করো। চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই খালাতো ভাই, ফুফাতো ভাই এবং এ ধরনের যত ভাই আছে, মেয়েরা তাদের থেকে দূরে থাকো। এমনিভাবে ছেলেরা চাচাতো বোন, মামাতো বোন, খালাতো বোন, ফুফাতো বোনদের সাথেও শরঈ পর্দা করো। ভাবী থেকে তো

অনেক দূরে থাকো। আমার নিকট কখনো কখনো এমন সব কেইসও এসেছে যা এবিষয়ে কঠিন সর্তক-সংকেত। এক লোক বলছিল যে, আমার ভাবী রাত দুইটায় আমাকে ঘুম থেকে জাগ্রত করে। তখন আমার ভাই ডিউটিতে থাকে। ভাবী বলে, ছোট্ট বাচ্চার জন্য আমাকে দুধ গরম করতে হবে। সেখানে তো বিড়াল বসে থাকে; আমি বিড়ালকে অনেক ভয় পাই। ভাইয়া! তুমি এসে বিড়ালটাকে তাড়িয়ে দাও, যেন আমি দুধ গরম করতে পারি। আর যদি বিড়াল সেখানে নাও থাকে, তবুও তুমি সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে। কারণ, বিড়াল আসতে তো পারে। কতটা রহস্যঘেরা এসব কাহিনী। বলুন, নির্জনে রান্নাঘরে একজন ভিন পুরুষের এতটা নিকটবর্তী হওয়া আদৌ আশংকামুক্ত? সে বিড়াল তাড়াবে? এসব হলো শয়তানী ষড়যন্ত্র, শয়তানী ফন্দি। নারীদের আকল-বুদ্ধি অর্ধেক বটে; কিন্তু বড় বড় বুদ্ধিমানের বিবেক-বুদ্ধিও উড়িয়ে দেয়। হাঁ, সকলে এক রকম নয়। অনেক মহিলা আল্লাহওয়ালীও আছেন; আল্লাহর সংগে যাদের গভীরতর সম্পর্ক। কিন্তু মহিলা যতবড় বুযুর্গই হোক না কেন, এমনকি কোন রাবেয়া বস্‌রিও যদি হয়, তবুও তার সংগে নির্জনে অবস্থান করা, তাকে দেখা, অন্তরে তার সম্পর্কে বাজে জল্পনা-কল্পনা করা সবই হারাম।

এভাবে সুশ্রী বালকদের থেকেও সাবধান থাকবে। বিশেষ করে যেসব ছেলেরা আল্লাহওয়ালা, তাদের সাথে বেশী সাবধানতা অবলম্বন কর। কারণ, "তারা তো আল্লাহওয়ালা"– এই বলে শয়তান তাদের নিকটবর্তী করে দেয়। তারপর নানা কৌশলে গুনাহে লিপ্ত করে দেয়। কারণ, যে ব্যক্তি পাপের সামানের নিকটবর্তী হয় তার পরিণতি ভালো হয়না। (যখন-তখন যেকোন বিপদে পড়ার প্রবল আশংকা বিদ্যমান থাকে।)

সারকথা এই যে, গুনাহ থেকে বিরত থাকতে হলে গুনাহের উপকরণ থেকে অবশ্যই দূরে থাকতে হবে। যার কাছাকাছি হলে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আশংকা, তাকে তোমার কাছেও আসতে দিও না। যদি গুনাহের উপকরণের কাছাকাছি হয়ে যাও, তাহলে কতদিন বাঁচতে পারবে? শেষে একদিন গুনাহে লিপ্ত হয়েই যাবে। নাঊযুবিল্লাহ।

৫নং– সুন্নত তরীকার উপর অটল থাকা

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এর সুন্নত তরীকার উপর কায়েম থাকবে। এটি শরীঅত ও তরীকতের প্রাণ এবং আল্লাহ তাআলার নিকটবর্তী হওয়ার সবচেয়ে নিকটবর্তী রাস্তা। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ

তরজমা : "হে নবী, আপনি ঘোষণা করুনঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো তবে তোমরা আমার তরীকা মোতাবেক চলো। তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।" –আমি আল্লাহ্‌র এত প্রিয় যে, যে ব্যক্তি আমার অনুকরণ করবে, আমার মত চলবে, আল্লাহপাক তাকেও 'প্রিয়' বানিয়ে নিবেন।

گر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن
رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم
نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے
اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

প্রিয়নবীর সুন্নতই যার
জীবন হবে ভাই
তার উন্নতি-অগ্রগতির
কোন সীমা নাই।
প্রিয়নবীর পদচিহ্ন
স্বর্গ লাভের পথ
প্রিয়নবীর সুন্নতের পথ
ওলী হবার পথ।

ইংরেজরা তো প্রথম-প্রথম ফ্রি চা পান করাতো। আর তোমরা তা খুব পান করতে। তার পর এখন ত নিজেরাই টাকা খরচ করে চা পান কর। আমি তো আল্লাহর মহব্বত ফ্রি-ফ্রি পান করাচ্ছি। এত দামী এই সম্পদ তোমরা ফ্রিও কেন গ্রহণ করতেছ না ?

বস্, আমার বয়ান খতম। এই পাঁচটি আমল মুখস্ত করে নাও। এই পাঁচ আমলই ইনশাআল্লাহ–তোমাকে আল্লাহ্‌ওয়ালা বানিয়ে দিবে। খুব দ্রুত বানিয়ে দিবে। অনেক উঁচু মানের আল্লাহওয়ালা বানানোর জন্য এই পাঁচটি আমল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে– ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহপাক সবাইকে আমলের তৌফীক দান করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন!

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ
مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ

আত্মশুদ্ধি, চরিত্র গঠন, জীবন গঠন ও আল্লাহ্প্রেম অর্জনের অমূল্য উপাদানে সমৃদ্ধ আমাদের কয়েকটি গ্রন্থ

- আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- খাযায়েনে কোরআন ও হাদীস (কোরআন ও হাদীসের রত্নভাণ্ডার)
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- আল্লাহ্র মহব্বত-এর পরীক্ষিত তিনটি কিতাব
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ক্রোধ দমন নূর অর্জন
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- অহংকার ও প্রতিকার
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- আল্লাহ্প্রেমের সন্ধানে
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- কুদৃষ্টি-কুসম্পর্কের ভয়াবহ ক্ষতি ও প্রতিকার
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- মানাযেলে ছুলূক (মাওলাপ্রেমের দিগ্দিগন্ত)
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- শান্তিময় পারিবারিক জীবন
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- সাম্প্রদায়িক বিভেদ নির্মূল
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- আসমানী আকর্ষণ ও আকর্ষিত বান্দাদের ঘটনাবলী
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- মা'আরেফে মছনবী
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- কুধারণা ও প্রতিকার
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- ওলী হওয়ার পঞ্চ বুনিয়াদ
  মূল : রুমীয়ে-যামানা কুত্বে-আলম আরেফ্বিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব র.
- সীরাতুল আউলিয়া (মাওলাপ্রেমিকদের জীবনধারা)
  মূল : আল্লামা আবদুল ওয়াহ্হাব শা'রানী র.
- শওকে ওয়াতন (আখেরাতের প্রেরণা)
  মূল : হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী র.
- জান্নাতের দুই রাস্তা তাকওয়া ও তওবা
  আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুল মতীন বিন হুসাইন ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম

The Bright
Design:Zakir
Ph:01715767686

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী

মাকতাবা হাকীমুল উম্মত

ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ফোন : ৯৫৭৫৪২৮, ০১৯১৪৭৩৫৬১৫